উদ্ভাবনী প্রতিবেদন

২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

-: সূচিপত্র :-

পৃষ্ঠা

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ, ২০১৫

১। ভূমিহীন ও কৃষি খাসজমির ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত সহজিকরণ। 4

২। নীলফামারী জেলার পৌর এলাকার ভিপি/এপি (সম্পত্তি) লীজ নবায়ন/নাম পরিবর্তন সহজীকরণ..... 6

৩। ভূমি সংক্রান্ত বিবিধ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি 7

৪। মিস কেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ 8

৫। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে হয়রানি লাঘব..... 10

৬। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে হয়রানি লাঘব..... 11

৭। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার 12

৮। সল্প সময়ে মিস কেস (নামজারী) পূর্ণবিবেচনা..... 14

9। ভূমি সংক্রান্ত বিবিধ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি..... 16

১0। ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের (ডিজিটাল পদ্ধতি) মাধ্যমে অধিগ্রহণজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান।..... 17

১1। মিস কেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ..... 18

১2। ভূমি উন্নয়ন কর মেলার আয়োজন 19

১3। নামজারী পরবর্তী রেকর্ড সংশোধন ও হালনাগাদ দ্রুতকরণ 20

১4। ভিপি লীজ নবায়ন এবং লীজ মানি আদায় প্রক্রিয়া সহজীকরন 21

১5। মিসকেস সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ এবং যথাযথ শুনানির মাধ্যমে দ্রুত কেস নিষ্পত্তি ও জনহয়রানি দূরীকরণ 22

১6। চান্দিনা ভিটি ইজারা ও নবায়ন প্রদান..... 24

১7। ভূমি উন্নয়ন কর মেলার আয়োজন..... 25

18। হয়রানী মুক্ত নামজারীকরণ/সম্পাদন 26

২০। ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ 30

২১। সায়রাত রেজিস্টার (রেজিঃ-০৬) ডিজিটাইজেশন (জলমহাল)..... 32

২২। উপজেলা পর্যায়ে 'ক' তফশিলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি আদায় ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ 33

২৩। উপজেলা পর্যায়ে 'ক' তফশিলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি আদায় ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ..... 34

২৪। উপজেলা পর্যায়ে 'ক' তফশিলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি আদায় ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ 36

২৫। খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদান সহজীকরণ..... 38

২৬। খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদান সহজীকরণ..... 43

২৭। চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ 44

২৮। চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ..... 45

২৯। চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ..... 46

৩০। হাতের মুঠোয় বিবিধ মামলা সংক্রান্ত সেবা..... 47

৩১। হাতের মুঠোয় বিবিধ মামলা সংক্রান্ত সেবা 48

৩২। SERVICE DELIVERY SIMPLIFICATION THROUGH HELP DESK AND DIGITIZATION AT THE LAND OFFICE (INTERACTIVE WEBSITE AND MOBILE APPS)..... 49

৩৩। অফিস অটোমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সেবা প্রদান..... 50

৩৪। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটি বন্দোবস্ত সেবা প্রদান প্রক্রিয়া কার্যক্রম সহজীকরন..... 51

৩৫। মিসকেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ এবং যথাসম্ভব প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনহয়রানি দূরীকরণ..... 52

৩৬। রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি সহজীকরণ 56

৩৭। অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা..... 58

উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ

১। ভূমিহীন ও কৃষি খাসজমির ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত সহজিকরণ।

❖ **সমস্যাঃ**

- সেবা গ্রহীতাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব
- সেবা পেতে বিভিন্ন অফিসে [DC, UNO, AC(L), ULAO] বার বার যাতায়াত
- ভূমি ও রেজিষ্ট্রি অফিস সম্পৃক্ত দালাল এবং তদবিরকারী গ্রুপের দৌরাত্ব
- উপজেলা পর্যায়ে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সভা নিয়মিত না হওয়া
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরগতি ও দীর্ঘসূত্রিতা
- কবুলিয়ত সম্পাদন [এসি(ল্যান্ড) অফিসে], দলিল সম্পাদন (সাব রেজিস্ট্রার অফিসে), নামজারী [এসি(ল্যান্ড) অফিসে], সর্বশেষ দখল হস্তান্তরে [এসি(ল্যান্ড) ও ইউএলএও অফিসে] সময়ক্ষেপণ ও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়।

❖ **সমস্যার মূল কারণঃ**

- প্রকৃত ভূমিহীন পরিবারের যথাযথ তথ্য না থাকা।
- বন্দোবস্তযোগ্য নিষ্কন্টক কৃষি খাস জমির সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকা।

❖ **সমাধানঃ**

- ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমিহীন পরিবারের ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ তৈরী করা
- মৌজা ভিত্তিক নিষ্কন্টক কৃষি খাস জমির ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ তৈরী করা
- ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজের তথ্যের মাধ্যমে ভূমিহীন পরিবার ও বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিতকরণ
- সহজে ব্যবহারযোগ্য ওয়েব সাইট (www.landadminmoulvibazar.gov.bd) প্রস্তুতকরণ
- নির্মিত ওয়েব সাইটের কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত ও সেবা সংক্রান্ত তথ্যাবলী উপজেলা পোর্টাল, ইউনিয়ন পোর্টাল ও ইউডিসি থেকে প্রদান
- পূর্বের পদ্ধতির কিছু ধাপ কমিয়ে এবং কিছু ধাপ সমন্বয়পূর্বক সেবা প্রদানের মোট ধাপ সংখ্যা কমানো
- প্রতিটি ধাপের সময় নির্ধারণপূর্বক নিষ্কন্টক কৃষি খাস জমি বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে ভূমিহীনদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান
- এসএমএস-এর মাধ্যমে ভূমিহীনদের কবুলিয়ত, রেজিস্ট্রেশন ও দখল হস্তান্তর সংক্রান্ত তথ্য প্রদান

❖ **ফলাফল**

- ৬৭টি ইউনিয়নের ভূমিহীন পরিবারের ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে
- ৮৮৯টি মৌজার নিষ্কন্টক কৃষি খাস জমির ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে
- ইতোমধ্যে ২০০টি ভূমিহীন পরিবারের অনুকূলে কৃষি খাস জমির কবুলিয়ত, রেজিস্ট্রেশন, মিউটেশন ও দখল হস্থান্তর করা হয়েছে
- ভূমিহীন পরিবারের অনুকূলে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (KPI) অর্জন
- প্রত্যাশিত সেবার ক্ষেত্রে সেবা গ্রহিতার সন্তুষ্টি
- পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বের ও পরের তুলনামূলক চিত্র:

বিষয়	পূর্বে	বর্তমান	পরিবর্তন
সময়	২৭০ দিন	৬০ দিন	৩50% কম
খরচ	৮০০০/-	১৪৮০/-	840% কম
সময়	১৯ বার	৪ বার	375% কম

- **চ্যালেঞ্জ সমূহ**
  - সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন (কানুনগো, ইউএলএও, সার্ভেয়ার, অফিস সহকারী)
  - কার্যকর টিম বিল্ডিং [ইউএনও/এসি(ল্যান্ড)]-এর বদলী
  - সেবা গ্রহীতাদের সচেতনতার অভাব
  - অপর্যাপ্ত লজিস্টিক সাপোর্ট (দক্ষ জনশক্তি, আইটি যন্ত্রপাতি)
  - টেকসই ব্যবস্থাপনা
  - কৃষি খাস জমির অবৈধ দখলকারী
- **চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা**
  - কাজের মূল্যায়ন ও ভাল কাজের স্বীকৃতি প্রদান
  - সংশ্লিষ্টদের নিয়ে নিয়মিত মোটিভেশনাল ট্রেনিং
  - সেবা গ্রহীতাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা ও সভা করণ
  - কৃষি খাস জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ
- **পরবর্তী করণীয়/ ভাবনা/ পদক্ষেপ**
  - মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী মৌলভীবাজার জেলার প্রত্যেক ভূমিহীন/ আশ্রয়হীন/ যার জমি আছে ঘর নেই এমন পরিবারের আশ্রয় নিশ্চিত করা।
  - অর্পিত সম্পত্তি বন্দোবস্ত মোকদ্দমা, রেকর্ডরুমের নকল/নক্সা সরবরাহ, বালুমহালের লাইসেন্স ইস্যু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমি বিক্রির অনুমতি, সার্টিফিকেট ও রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা, নামজারী ক্যালেন্ডার তৈরীর মাধ্যমে নামজারী মামলা নিষ্পত্তি, ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান, ভূমি অধিগ্রহণ মামলার ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদান সহজিকরণ কার্যক্রম শুরুকরণ
  - সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের নিমিত্ত চা-বাগান, সায়রাত মহাল, নিম্ন ও উচ্চ আদালতের মামলার ডাটাবেজ তৈরীকরণ
  - ভূমি সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা প্রদান ও কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ওয়েব সাইট প্রবর্তন
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** মৌলভীবাজার জেলা
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ফেব্রুয়ারি ২০১৫
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ফেব্রুয়ারি ২০১৬
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** মৌলভীবাজার জেলার প্রায় ৫,০০০ ভূমিহীন পরিবার।
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশহাজার টাকা), অফিস কন্টিনজেন্সি।
- **বাস্তবায়নকারীঃ** প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার
- **জেলাঃ** মৌলভীবাজার
- **বিভাগঃ** সিলেট

২। নীলফামারী জেলার পৌর এলাকার ভিপি/এপি (সম্পত্তি) লীজ নবায়ন/নাম পরিবর্তন সহজীকরণ

- **সমস্যাঃ** অর্পিতসম্পত্তিলিজ নবায়ন / নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার কারণে লিজ গ্রহিতাগণ প্রয়োজনীয় তথ্যসহ সময়মত লিজ নবায়নের নোটিশ পান না। ফলে যথাসময়ে লিজ নবায়ন না হওয়ায় লিজ গ্রহিতাগণ ভোগান্তির মুখোমুখি হন এবং সরকারও আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন হন।
- **সমাধানঃ** অর্পিত/পরিত্যক্ত সম্পত্তির লীজ গ্রহীতার নাম ঠিকানা, জমির তফসিল, অবকাঠামোর হালনাগাদ পরিমাপ ও হালনাগাদ ছবিসহ ডিজিটালাইজড ডাটাবেস তৈরি করা এবং লীজগ্রহীতার বকেয়া দাবী ও আদায়রেজিস্টার প্রস্তুত করা হবে। যথাসময়ে বকেয়া দাবী উল্লেখপূর্বক লিজগ্রহিতাকে নোটিশ/এসএমএস প্রদান করা হবে। একটি সফটওয়্যার তৈরী করে অনলাইনে লীজ নবায়ন/নাম পরিবর্তনের আবেদন গ্রহণ করা হবে অথবা নির্ধারিত আবেদন ফরমে লিজ গ্রহিতাগণ সরাসরি অফিসে এসে আবেদন করতে পারবেন। এরপর আবেদন ডকেটপূর্বক কেসনথি সৃজন করে চলতি লীজ নবায়ন (৩ বছর পর্যন্ত) ২ দিনে এবং নাম পরিবর্তন/৩বছরের উর্দ্ধে লীজ নবায়নের ক্ষেত্রে তদন্ত স্বাপেক্ষে ১০ দিনে আদেশ প্রদান করা হবে। আদেশ প্রদানের সাথে সাথে তৎক্ষনাৎ (ওয়ান স্টপ) ডিসিআর এর মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করতে পারবেন। অথবা ডাকযোগে/অনলাইনে আদেশনামা প্রেরণের সাথে সাথে তিনি মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পরিশাধ করতে পারবেন।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নীলফামারী
- **বাস্তবায়নকারীঃ** মো: মুজিবুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নীলফামারী
- **জেলাঃ** নীলফামারী
- **বিভাগঃ** রংপুর

৩। ভূমি সংক্রান্ত বিবিধ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি

- **সমস্যাঃ** অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আদালতে দাখিলকৃত মিসকেস মামলা ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, তদন্তের আদেশে সুস্পষ্টতার অভাব ও বিলম্ব, দায়সারাভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের কারণে বিরোধীয় ভূমির সঠিক তথ্য উপস্থাপিত হয়না। এ কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার তৈরী হয় এবং মামলার পক্ষগণ নানারকম হয়রানির শিকার হওয়াসহ ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।
- **সমাধানঃ** আবদেন প্রাপ্তির প্রথম দিনেই মামলা রুজুসহ ঐদিনই প্রথম আদেশে প্রদান করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে স্বয়ং সরেজমিন তদন্তপূর্বক (ক)বিরোধীয় ভূমির স্কেচম্যাপ;(খ)নালিশী ভূমির খলীয় অবস্থান উল্লেখ সহ চৌহদ্দির বিবরণ; (গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ারিশ সনদপত্র যাচাই; (ঘ) নালিশীভূমির (রেকর্ডীয়/দালিল) সত্যতার প্রমানাদি;(ঙ) ছায়ানথি সংরক্ষণ সাপেক্ষে মূলনথি সংযুক্ত করাসহ সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশেনা প্রদান করা হয়। ২য় পক্ষকেও ঐদিন নোটিশ প্রদান করে প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করা হয়। মোবাইল এস.এম.এস এরমাধ্যমে সহকারি কমিশনার (ভূমি)দের তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য তাগিদ প্রেরণকরাহয় এবং নির্ধারিত তারিখে প্রতিবেদন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। মামলার শুনানীর তারখি জানিয়ে সকল পক্ষকে এসএমএস প্রদান করে সঠকি সময়ে শুনানী নিশ্চিত করে স্বল্পসময়ে মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,শরীয়তপুর
- **বাস্তবায়নকারীঃ** মো: ভিখারুদ্দৌলা চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শরীয়তপুর
- **জেলাঃ** শরীয়তপুর
- **বিভাগঃ** বরিশাল

৪। মিস কেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ

- **সমস্যাঃ** মিস মামলাসমূহের নথি ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি এবং শুনানীর তারিখ ও মামলাটির সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে মামলার প্রার্থী ও প্রতিপক্ষগণ ঠিকমত জানতে না পারার কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর সময় লাগে। এরফলে মামলার সকল পক্ষ আর্থিক, শারিরীক ও মানসিক ক্ষতির মুখোমুখি হন।

  * যথাযথভাবে নোটিশ জারী না হওয়া/ শুনানির তারিখ সম্পর্কে অবগত না থাকা
  * মালিকানা নির্ধারণের স্বপক্ষীয় সঠিক কাগজপত্র সময়মত জমা না দেওয়া
  * আরজিতে বাদী/বিবাদীর সঠিক ঠিকানা না থাকা
  * বারংবার ধার্য তারিখ নির্ধারণ করা
  * দীর্ঘসময় ব্যাপী চলমান কেসগুলো সনওয়ারী বিন্যস্ত না থাকা
  * দীর্ঘ সময়পর পরবর্তী ধার্য তারিখ নির্ধারণ
  * সংশ্লিষ্ট নামজারী (খারিজ) নথি বিন্যস্ত না থাকায় দেরীতে কেসের সঙ্গে সংযোজন
  * কেস ফরোয়ার্ড ডায়রী সঠিকভাবে ব্যবহার না করার ফলে সকল মিস মামলা নিয়মিত উপস্থাপন না হওয়া
  * সুস্পষ্ট তদন্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল না করা

- **সমাধানঃ** মামলা রুজু করার পূর্বে আবেদনকারীর মালিকানার স্বপক্ষীয় কাগজপত্র (খতিয়ান, মাঠ পর্চা, দলিল, ডিক্রি) জমা নিয়ে প্রাথমিক শুনানি শেষেপ্রার্থী ও প্রতিপক্ষগণের বিস্তারিত তথ্য (নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং ইত্যাদি) গ্রহণপূর্বককরে মামলা রুজু করা হয়। এরপর শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করে যথাযথভাবে নোটিশ জারীর নিমিত্ত মোবাইলের মাধ্যমে প্রার্থী ও প্রতিপক্ষের অনুকূলে ম্যানুয়াল নোটিশ ও এসএমএস প্রেরণ করা হয়। প্রথম আদেশেই প্রয়োজন অনুসারে সরেজমিন তদন্তের আদেশ প্রদান করা হয় এবং প্রতিবেদন ধার্য তারিখের মধ্যে পাওয়ার জন্য মিস কেস সহকারী মোবাইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করেন। তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উভয়পক্ষের শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং উপযুক্ত কারণ ব্যতিত সময়ের আবেদন মঞ্জুর না করে স্বল্পসময়ে আদেশ দেয়া হয়। মিস কেস সংশ্লিষ্ট নামজারী কেসসমূহ খুজে পাওয়ার জন্য সন ওয়ারী নামজারী মামলা সমূহ বিন্যস্ত করে রেকর্ডরুমে সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রত্যেকটি মামলা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য কেস ফরোয়ার্ড ডায়রী যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়।

  * মামলা রুজু করার পূর্বে আবেদনকারীর মালিকানার স্বপক্ষীয় কাগজপত্র (খতিয়ান, মাঠ পর্চা, দলিল, ডিক্রি) জমা নিয়ে প্রাথমিক শুনানি গ্রহণ করে মামলা রুজু করা।
  * আবেদনের সময় প্রার্থক ও প্রতিপক্ষের মোবাইল নম্বর আবশ্যিকভাবে নেয়া ।
  * যথাযথভাবে নোটিশ জারীর নিমিত্ত মোবাইলের মাধ্যমে প্রার্থক ও প্রতিপক্ষের অনুকূলে এসএমএস প্রেরণ করা ।
  * জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েব পোর্টাল (http://www.bogra.gov.bd/node/1342622) ও উপজেলা ওয়েব পোর্টালে (http://sadar.bogra.gov.bd/node/1342622) সমস্ত মামলা কি অবস্থায় আছে এবং ধার্য তারিখ অর্থ্যাৎ কেস ডায়রী নিয়মিতভাবে আপলোড করা ।
  * নিজস্ব **ওয়েব সাইটে (**http://www.aclandbograsadar.gov.bd**) মিস মামলার বর্তমান অবস্থা জানার ব্যবস্থা রাখা।**
  * প্রথম আদেশেই প্রয়োজন অনুসারে সরেজমিন তদন্তের আদেশ প্রদান।
  * প্রত্যেকটি মামলা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য কেস ফরোয়ার্ড ডায়রী ব্যবহার করা।
  * মিস কেস সংশ্লিষ্ট নামজারী কেসসমূহ খুজে পাওয়ার জন্য সনওয়ারী নামজারী মামলা সমূহ বিন্যস্ত করে রেকর্ডরুমে সংরক্ষণ করা।
  * প্রতিবেদন ধার্য তারিখের মধ্যে পাওয়ার জন্য মিস কেস সহকারী মোবাইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন।
  * উভয়পক্ষের শুনানী হয়ে গেলে রায়ের জন্য স্বল্প সময় অপেক্ষমান রাখা/সম্ভব হলে শুনানী শেষেই আদেশ দেয়া।
  * উপযুক্ত কারণ ব্যতিত সময়ের আবেদন মঞ্জুর না করা।

❖ ফলাফলঃ

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১ থেকে ৩ বছর	৬০০X১২= ৭২০০(যাতায়াত ৬০, আইনজীবি ৪০০, হাজিরার কোর্ট ফি, নাস্তা ও আনুষাঙ্গিক ১৪০)	১০ থেকে ১২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০২ থেকে ০৫ মাস	৬০০X৩= ১৮০০	০৩ থেকে ০৪ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত সুবিধা	০২ থেকে আড়াই বছর কম	০৫ থেকে ০৬ হাজার টাকা খরচ কম	০৭ থেকে ০৮ বার

❖ চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ	কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে
কর্মচারীদের অনাগ্রহ	মোটিভিশন এবং টিম বিল্ডিং এর মাধ্যমে
আইনজীবীদের বারবার সময়ের আবেদন করার প্রবণতা	আইনজীবীদের সঙ্গে আলাদা মিটিং করে প্রয়োজন ছাড়া সময়ের আবেদন না করার প্রতিশ্রুতি নেয়া
আর্থিক	উপজেলা পরিষদের সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপন করলে পরিষদের সকলেই প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা করার জন্য একমত পোষন করেন

❖ শিক্ষণীয়ঃ প্রকল্পটিতে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত জেলা ও উপজেলা ওয়েব পোর্টাল ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের মাঝে মিসকেস সংক্রান্ত সকল তথ্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। সাধারণ জনগণ এটা থেকে খুব সহজেই তাদের কাঙ্খিত তারিখ জানতে পারছে। এতে করে সেবা প্রত্যাশীদের আস্থা এই অফিসের প্রতি বেড়ে গেছে।

❖ পরবর্তী করণীয়ঃ প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হওয়া খুবই সম্ভব। এই প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে কিছু সিস্টেম ডেভলপ করা হয়েছে। পরবর্তীতে যে কেউ এই দায়িত্বে থাকলে এটা খুব সহজেই পরিচালনা করতে পারবে। তবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে এ ব্যাপারে মনিটরিং থাকলে প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হবে বলে আমি মনে করি।

❖ অন্যান্য তথ্যাবলীঃ প্রকল্পটি নি:সন্দেহে সারাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য এই প্রকল্পে বড় ধরনের বাজেটের প্রয়োজন হয়নি। এখানে বহুল ব্যবহৃত জেলা ও উপজেলার ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করা হয়েছে, যা দেশের যে কোন জেলা ও উপজেলা ভূমি অফিস ব্যবহার করতে পারবে। এই প্রকল্পে স্বল্প খরচে দৃষ্টি আকর্ষক মিস কেস সংক্রান্ত নোটিশ বোর্ড তৈরী করা হয়েছে। যে কেউ নিজস্ব অর্থায়নে এটি তৈরী করতে পারবে। প্রকল্পটির বিভিন্ন কার্যক্রম সেবাগ্রহিতাদের মাঝে ব্যপক আলোড়ন সৃষ্টি করায় প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য।

❖ শুরুর তারিখঃ ডিসেম্বর ২০১৪।

❖ শেষ তারিখ (সম্ভাব্য): সেপ্টেম্বর ২০১৫।

❖ সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ ৩০০ টি মিস কেসের সাথে সম্পৃক্ত প্রার্থক ও প্রতিপক্ষ। এছাড়াও যেকোন নামজারী মামলায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিবর্গ।

❖ ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ উপজেলা পরিষদ, বগুড়া সদর।

❖ **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** বগুড়া সদর, বগুড়া

❖ **বাস্তবায়নকারীঃ** মোঃ আরাফাত রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, বগুড়া সদর, বগুড়া

❖ **জেলাঃ** বগুড়া

❖ **বিভাগঃ** রাজশাহী

৫। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে হয়রানি লাঘব

- **সমস্যাঃ** জনগণ ভূমি উন্নয়ন করের প্রকৃত দাবী সঠিকভাবে জানতে না পারায় হয়রানীর শিকার হচ্ছে।
  # ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে গ্রহাককে একাধিকবার আসতে হয়।
  # ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়।
- **সমাধানঃ** বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে একটি পাইলট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে একটি মৌজা নির্বাচন করে ডাটাবেজ তৈরী করা।
  # ডাটাবেইজের মাধ্যমে সঠিক দাবী নির্ধারণ করা।
  # অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের সুযোগ থাকবে না ফলে হয়রানি কমবে।
  # নির্ধারিত দাবী লিখিত পত্র ও SMS এর মাধ্যমে গ্রহাককে জানিয়ে দেয়া।
  # পাশবই প্রদানের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ।
- **বাস্তবায়ন** এলাকাঃ কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ
- **বাস্তবায়নকারীঃ** মো: গোলাম জাকারিয়া, সহকারী কমিশনার(ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ
- **জেলাঃ** কিশোরগঞ্জ
- **বিভাগঃ** ঢাকা

৬। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে হয়রানি লাঘব

- **সমস্যাঃ** উপজেলার ৫০ হাজারের বেশি ভূমি মালিক প্রকৃত ভূমি উন্নয়ন কর জানা না থাকায় ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের ক্ষেত্রে অহেতুক জতিলতা, অতিরিক্ত অর্থ ব্যায়সহ নানামুখী হয়রানীর শিকার হতে হয়। কিশোরগঞ্জ উপজেলায় প্রায় ৫০০০০ হোল্ডিং ধারীকে এ সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়।

  ভূমি মালিকদের নিকট নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণ ও কর পরিশোধ সংক্রান্ত ভূমির তথ্য যেমন, খতিয়ান নং, হোল্ডিং নং ইত্যাদি জানা না থাকায় ও কোন কোন ভূমি মালিক দীর্ঘ দিন ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান না করায় বা ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করতে হবে কিনা এ বিষয়ে সচেতনতার অভাবে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভূমি অফিসগুলোর বিদ্যমান নথির অব্যবস্থাপনা (তলববাকী রেজিস্টার দীর্ঘ ব্যবহারে পাতা ছেঁড়া ফাটা , পাতা না থাকা) এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য গোপনের প্রবণতা, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্বের কারণে ভূমি মালিকদের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের ক্ষেত্রে অযথা হয়রানীর শিকার হয়ে আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়।

- **সমাধানঃ** প্রতিটি ভুমি মালিককে তার জমির ব্যবহার ভিত্তিক খাজনা নির্ধারণ করে কার্ডের মাধ্যমে এবং SMS মাধ্যমে ভুমি মালিককে তার ভূমির কর জানিয়ে দেওয়া যার ফলে গ্রাহকের ভূমি কর প্রদানে অহেতুক জটিলতা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ও হয়রানী থেকে রক্ষা পাবে।

  ভূমি মালিকদের ভূমির ব্যবহার ও ধরণ অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও ভূমি মালিকদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করা হবে সেইসাথে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তলববাকী রেজিস্টারটি (রেজিস্টার-II) ই- রেজিস্টারে রুপান্তর করা হবে। তলববাকী রেজিস্টারের সাথে সংশ্লিষ্ট দৈনিক আদায় রেজিস্টার (রেজিস্টার-) ক্যাশ রেজিস্টার(রেজিস্টার-) রিটার্ণ-৩, রিটার্ণ-২সমুহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরীর ব্যবস্থা রাখা হবে। তলববাকী রেজিস্টারে ভূমি সংক্রান্ত সকল তথ্য ধার্য্যকৃত ভূমি উন্নয়ন করের তথ্য এবং ভূমি মালিকদের মোবাইল নম্বর সংযুক্ত করে ভূমি মালিকদের ই-তথ্য ভান্ডার তৈরী করে প্রতিটি ভূমি মালিককে তাদের ভূমির হোল্ডিং নং, খতিয়ান নং, নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণ মোবাইলে ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে অনুরোধ করা হবে। পরবর্তীতে গ্রাহকগণ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করলে পরিশোধের বিস্তারিত তথ্য (দাখিল নং ও তারিখ, আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণ, আদায়ের সন, আদায়কারীর নাম ইত্যাদি) উক্ত তথ্য ভান্ডারে সংযুক্ত করা হবে এবং সেখান থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দৈনিক আদায় রেজিস্টার, ক্যাশ রেজিস্টার, মাসিক আদায় বিবরণী (রিটার্ণ-২) এমনকি বছর শেষে রিটার্ণ-৩ ও প্রস্তুত করা যাবে।

- ফলাফলঃ এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে ভূমি মালিকগণ ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য পাবেন, তাদের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভূমি অফিস ও ভূমি মালিককের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের পথ সুগম হওয়ার মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীর হ্রাস পাবে অন্যদিকে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ই-রেজিস্টারের মাধ্যমে ভূমি অফিস ব্যবস্থাপনা উন্নত, সময়সাশ্রয়ী ও আধুনিক করা সম্ভব হবে। একটিমাত্র রেজিস্টারে কাজ করে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ২টি গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টার ও ২টি রিটার্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী করা যাবে এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রম অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা চালু হবে।
- চ্যালঞ্জসমূহঃ
  - (ক) দক্ষ জনবলের অভাব।
  - (খ) বহু ব্যবহারে জীর্ণ রেকর্ডপত্র
  - (গ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ঘন ঘন বদলী।
- পরবর্তী করণীয়ঃ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভূমি উন্নযন কর পরিশোধের ব্যবস্থা রাখা।
- শুরুর তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।
- শেষ তারিখ(সম্ভাব্য): জুন, ২০১৬।
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ প্রাথমিকভাবে বদরগঞ্জ পৌর এলাকাভুক্ত প্রায় এক হাজার ভূমি মালিক।
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস্যঃ প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হবে যা উপজেলা পরিষদ থেকে সংস্থান করা হবে।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** বদরগঞ্জ, রংপুর
- **বাস্তবায়নকারীঃ** কমল কুমার ঘোষ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, বদরগঞ্জ, রংপুর
- **জেলাঃ** রংপুর
- **বিভাগঃ** রংপুর

৭। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার

❖ সমস্যাঃ

- (ক) নামজারীসহ বিভিন্ন আবেদন কোন কক্ষে গ্রহণ করা হয় তা চিহ্নিত করা ছিল না। ফলে সেবাগ্রহীতাগণ অফিসের বিভিন্ন স্টাফ এবং দালালদের খপ্পরে পড়তেন বা শরণাপন্ন হতেন।
- (খ) নামজারী, মিস কেস ও অন্যান্য আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য বিভিন্ন কক্ষে ঘোরাঘুরি করতেন।
- (গ) নামজারী অনুমোদন হওয়ার পরেও খতিয়ান এবং ডিসিআর প্রাপ্তির জন্য একাধিক দিন অফিসে আসতে হতো।
- (ঘ) অর্পিত সম্পত্তির লীজ মানি প্রদানের জন্য একাধিক দিন এমনতি মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হতো।
- (ঙ) অনেক আবেদন এবং নথি অফিস থেকে হারিয়ে যেতো।
- (চ) অনেক আবেদন উপস্থাপন করা হতো না। অনেক ক্ষেত্রে আবেদন তদন্তের জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণর আদেশ দেয়া হলেও তা প্রেরণ করা হতো না বা সময় ক্ষেপণ করা হতো।
- (ছ) তদ্বির না থাকলে নথি ফেলে রাখা হতো। নামজারী এবং মিস কেসের আদেশের জাবেদা নকল পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন ঘুরতে হতো।

❖ সমাধানঃ

অফিসের সম্মুখভাগে স্থাপিত ফ্রন্ট ডেস্কে পত্র/আবেদন/ফি জমাদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং কিছু ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক নিম্নবর্ণিত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়:

- (ক) নামজারী আবেদন জমা দেয়া মাত্র তাৎক্ষণিক কেস নম্বর, শুনানী ও নিষ্পত্তির তারিখ জানিয়ে দেয়া।
- (খ) মিস কেসের আবেদন জমা দেয়া মাত্র তাৎক্ষণিক কেস নম্বর ও শুনানীর তারিখ জানিয়ে দেয়া।
- (গ) ফি জমাদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিসিআর প্রদান।
- (ঘ) আবেদন জমাদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদেশের জাবেদা নকল সরবরাহ।
- (ঙ)আবেদন জমাদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান ফরমে তথ্য প্রদান।
- (চ) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের আদেশ জমাদানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রেকর্ড সংশোধন এবং সংশোধিত খতিয়ান প্রদান।
- (ছ) কোর্টের আদেশ প্রাপ্তির পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উচ্চতর আদালতের তলবি নথি প্রেরণ।

❖ ফলাফলঃ

টিসিভি (সময়, অর্থ ও যাতায়াত) এর আলোকে

	সময়	খরচ (সরকারী ফি বাদে যাতায়াত ও পারিশ্রমিকসহ)	যাতায়াত
আগে	নামজারী: ৩৯ দিন	১৮০০ টাকা	৬ বার
	মিস কেস: ১ বছর	৪৮০০ টাকা	১২ বার
	ডিসিআর: ১ মাস	১২০০ টাকা	৪ বার
	জাবেদা নকল: ১ মাস	১২০০ টাকা	৪ বার
	অনুসন্ধান ফরমে তথ্য: ১ মাস	১২০০ টাকা	৪ বার
	রেকর্ড সংশোধন এবং সংশোধিত খতিয়ান: ৬ মাস	১৮০০ টাকা	৬ বার
	তলবি নথি: ৩ মাস	১৮০০ টাকা	৬ বার
পরে	নামজারী: ২৫ দিন	১২০০ টাকা	৪ বার
	মিস কেস: ২ মাস	১২০০ টাকা	৪ বার

	ডিসিআর: ২৪ ঘণ্টা	৬০০ টাকা	২ বার
	জাবেদা নকল: ২৪ ঘণ্টা	৬০০ টাকা	২ বার
	অনুসন্ধান ফরমে তথ্য: ২৪ ঘণ্টা	৬০০ টাকা	২ বার
	রেকর্ড সংশোধন এবং সংশোধিত খতিয়ান: ২৪ ঘণ্টা	৬০০ টাকা	২ বার
	তলবি নথি: ২৪ ঘণ্টা	৬০০ টাকা	২ বার

- চ্যালেঞ্জসমুহঃ টেকসই হওয়া এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সেবা প্রদান করা
- শিক্ষণীয়ঃ যে কোন ধরণের অফিসে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার " এর মাধ্যমে হয়রানিমুক্তভাবে সেবা প্রদান করা সম্ভব
- **পরবর্তী করণীয়ঃ** উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়মিত তদারকি, পরিদর্শণ এবং সেবাগ্রহীতাগণের মধ্যে প্রচারণা চালানো
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০১ জুলাই, ২০১৫
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** ভূমিহীন ও ভূমি মালিকসহ উপজেলা ভূমি অফিসে আগত প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫৫ জন বিভিন্ন সেবা প্রত্যাশী জনগণ
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** টাকা ২,৫০,০০০ মাত্র। উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ রংপুর সদর
- বাস্তবায়নকারীঃ এ,বি,এম, রওশন কবীর, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, রংপুর সদর
- জেলাঃ রংপুর
- বিভাগঃ রংপুর

৮। সল্প সময়ে মিস কেস (নামজারী) পূর্ণবিবেচনা

❖ **সমস্যাঃ**

একজন ব্যক্তির জমি যদি অন্য কারো নামে নামজারী হয়ে থাকে তবে নামজারীটি সংশোধনের জন্য ব্যক্তিকে মিউটেশন রিভিউ (মিসকেস) করতে হয় । মিসকেস দায়ের করতে গিয়ে একজন ব্যক্তিকে পূর্বে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো তা হলো-

- (ক) মিসকেস কিভাবে দায়ের করতে হয় সে সম্পর্কে ধারনা না থাকায় দালালের সরনাপন্ন হতো।
- (খ) মিস কেস দায়েরের কোন নিদিষ্ট আবেদন পত্র বা ফর্ম না থাকায় আবেদন কিভাবে লিখতে হবে তা জানতো না বা পিয়নের সরনাপন্ন হতো ।
- (গ) বাদী/বিবাদী সঠিকভাবে শুনানীর নোটিশ পেত না
- (ঘ) মিসকেস সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় (৩-৪ বছর বা ততোধিক) লাগতো ।

❖ সমাধানঃ

- (ক) মিসকেস সম্পর্কে ধারনা প্রদানের জন্য একজন অফিস সহকারীকে নিদিষ্ট করে দেয়া হয় এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে এ সর্ম্পকিত সমস্ত তথ্য প্রদান করা হয়।
- (খ) মিসকেস দায়েরের জন্য নতুন ফর্ম তৈরী করা হয় যা বাদী/বিবাদী সহজেই পুরন করতে পারেন ।
- (গ) বাদী/বিবাদীর ফোন নং মিস কেস ফর্ম এ সংগ্রহ করা হয় । পরবর্তীতে শুনানীর তাং এ মোবাইলে এস,এম,এস দেয়া হয় ফলে ব্যক্তি সহজেই তার শুনানীর ডেট জানতে পারে ।
- (ঘ) মিসকেস ৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয় ।
- (ঙ) মিসকেস সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য যেকোন ব্যক্তি উপজেলা ভূমি অফিস সিরাজদিখান এর নিজস্ব ওয়েব সাইট www.aclandshirajdikhan.gov.bd এ দেখতে পাবেন ।

❖ **ফলাফলঃ**

	সময়	**খরচ**	**যাতায়াত**
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩-৪ বছর	৬-৭ হাজার	৩০-৩৬ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩-৬ মাস	২০০-৩০০ টাকা	৩-৬ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	সময় কমেছ ৮৭.৫%	খরচ কমেছে ৯৫%	যাতায়াত কমেছে ৮৩%
অন্যান্য সুবিধা (যদি থাকে)	দুর্ণীতির পরিমান কমেছে. দালালের দৌরাত্ন কমেছে, কাজের স্বচ্ছতা বেড়েছে ।		

❖ **চ্যালেঞ্জ সমূহঃ**

- ULAO কর্তৃক সঠিক সময়ে রিপোর্ট না আসা ।
- তদবীর।
- সেবা গ্রহিতার সময় প্রার্থণা ।
- জনবলের অভাব ।

❖ শিক্ষণীয়ঃ

- সকল মিস কেইস৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব । এতে জনগনের ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হয় ।
- জনগণের ভূমি সংক্রান্ত জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন ।

❖ পরবর্তী করনীয়ঃ

- সারা দেশের জন্য ৬ মাস- ১ বছর মিস কেইসের সময় সীমা নিদিষ্ট করে আইন প্রনয়ন করা প্রয়োজন।
- জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি ও অনার্স লেভেলে ভূমি বিষয়ক পাঠ্যসূচি অর্ন্তভূক্ত করা প্রয়োজন ।

- **অন্যান্য তথ্যাবলীঃ** বর্তমান অর্থবছরে পাইলটিং এর আওতায় ১১৭ মিসকেস দায়েরকৃত মিসকেসের মধ্যে ৪০টি মিসকেস ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। জুলাই ২০১৫ তে ১টি মিসকেস দায়ের ও আগস্ট ২০১৫ তে ১১টি মিসকেস দায়ের।যা ইতোমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তির হার ১০০%।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** জুলাই ২০১৫
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ডিসেম্বর ২০১৫
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** সমাজের সর্বস্তরের জনগন যার জমি আছে। ১১৭০ জন (জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৫)
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ৬০,০০০/- নিজস্ব।
- বাস্তবায়নকারীঃ শাহিনা পারভীন,সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ
- জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ
- বিভাগঃ ঢাকা

9। ভূমি সংক্রান্ত বিবিধ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি

- সমস্যাঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আদালতে দাখিলকৃত মিসকেস মামলা ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, তদন্তের আদেশে সুস্পষ্টতার অভাব ও বিলম্ব, দায়সারাভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন প্রদানের কারণে বিরোধীয় ভূমির সঠিক তথ্য উপস্থাপিত হয়না। এ কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার তৈরী হয় এবং মামলার পক্ষগণ নানারকম হয়রানির শিকার হওয়াসহ ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।
- সমাধানঃ আবদেন প্রাপ্তির প্রথম দিনেই মামলা রুজুসহ ঐদিনই প্রথম আদেশে প্রদান করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে স্বয়ং সরেজমিন তদন্তপূর্বক (ক)বিরোধীয় ভূমির স্কেচম্যাপ;(খ)নালিশী ভূমির খলীয় অবস্থান উল্লেখ সহ চৌহদ্দির বিবরণ; (গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ারিশ সনদপত্র যাচাই; (ঘ) নালিশীভূমির (রেকর্ডীয়/দালিল) সত্যতার প্রমানাদি;(ঙ) ছায়ানথি সংরক্ষণ সাপেক্ষে মূলনথি সংযুক্ত করাসহ সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দেয়ার নির্দেশেনা প্রদান করা হয়। ২য় পক্ষকেও ঐদিন নোটিশ প্রদান করে প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করা হয়। মোবাইল এস.এম.এস এরমাধ্যমে সহকারি কমিশনার (ভূমি)দের তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য তাগিদ প্রেরণকরাহয় এবং নির্ধারিত তারিখে প্রতিবেদন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। মামলার শুনানীর তারখি জানিয়ে সকল পক্ষকে এসএমএস প্রদান করে সঠকি সময়ে শুনানী নিশ্চিত করে স্বল্পসময়ে মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর
- বাস্তবায়নকারীঃ মো: তৌফিক আল মাহমুদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর
- জেলাঃ নাটোর
- বিভাগঃ রাজশাহী

১0। ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের (ডিজিটাল পদ্ধতি) মাধ্যমে অধিগ্রহণজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান।

- সমস্যাঃ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের কার্যকর তত্ত্বাবধানের অভাব, ওয়ান স্টপ সার্ভিস না থাকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দূর্নীতির কারণে LA শাখায় ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করতে এসে সেবা গ্রহীতাগণ হয়রানীর শিকার হয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন।
- সমাধানঃ ১। ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র নিজে বা জেলা ই-সেবা কেন্দ্রের সেবা গ্রহীতার মাধ্যমে প্রস্তুত করে জেলা ই-সেবা কেন্দ্রে অবস্থানরত আবেদন গ্রহণকারী সার্ভেয়ারের নিকট আবেদন করবেন। ২। সার্ভেয়ার গ্রাহকের নাম ও মোবাইল নম্বর নির্ধারিত স্থানে লিখবেন এবং কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাই করবেন। আবেদনে উল্লিখিত জমির উপজেলা, মৌজা, জে.এল নম্বর, দাগ নম্বর লিখবেন। যে কাগজগুলি সঠিক আছে তার বিপরীতে বক্স-এ টিক প্রদান করবেন। অসম্পূর্ণ আবেদন হলে মন্তব্য লিখবেন (টিক প্রদান করবেন)। ৩। সকল কাগজপত্র সঠিকভাবে গ্রহণ নিশ্চিত করা হলে সিস্টেম চেক গ্রহণের একটি তারিখ দিয়ে দেবে এবং উক্ত তারিখ সম্বলিত একটি মেসেজ মোবাইলে চলে যাবে। ৪। আবেদনটি কানুনগো –এর প্যানেল হয়ে অতিঃ এল.এ.ও / এল.এ.ও-এর প্যানেলে চলে যাবে। যদি কাগজে কোন সমস্যা দেখা যায় তবে কানুনগো সেটি মার্ক করে সার্ভেয়ার-এর নিকট পাঠাবেন। সাথে সাথে মেসেজ সেবা গ্রহীতার মোবাইলে চলে যাবে। সার্ভেয়ার উক্ত বিষয়ে সেবা গ্রহীতাকে ফোনে অবহিত করবেন এবং মন্তব্য তারিখ ও সময়সহ নির্ধারিত বক্স-এ লিখে রাখবেন। ৫। পুনরায় একই পদ্ধতিতে শুদ্ধ কাগজপত্র এল.এ.ও / অতিঃ এল.এ.ও-এর প্যানেলে চলে যাবে। এখানে ভুল পেলেও একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এল.এ.ও-এর অনুমোদনের পর অনুমোদনের তথ্য সম্বলিত মেসেজ সেবা গ্রহীতার মোবাইলে চলে যাবে। আবেদনটির বিপরীতে রোয়েদাদ সংশোধন ও দাখিলা নম্বর প্রদানের জন্য সেটি সার্ভেয়ার-এর নিকট চলে যাবে।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ
- বাস্তবায়নকারীঃ প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ
- জেলাঃ সিরাজগঞ্জ
- বিভাগঃ রাজশাহী

১1। মিস কেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ

- সমস্যাঃ মিস কেস নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা এবং মামলা রুজু থেকে নিষ্পত্তি পর্যন্ত প্রার্থক ও প্রতিপক্ষের অনেকবার অফিস ভিজিট এর ফলে সময় ও অর্থ অপচয়।
- সমাধানঃ মামলা রুজু করার পূর্বে আবেদনকারীর মালিকানার স্বপক্ষীয় কাগজপত্র (খতিয়ান, মাঠপর্চা, দলিল, ডিক্রি) জমা নিয়ে প্রাথমিক শুনানী গ্রহণ করে মামলা রুজু করা। * আবেদনের সময় প্রার্থক ও প্রতিপক্ষের মোবাইল নম্বর আবশ্যিকভাবে নেয়া । * যথাযথভাবে নোটিশ জারীর নিমিত্ত মোবাইলের মাধ্যমে প্রার্থক ও প্রতিপক্ষের অনুকূলে এসএমএস প্রেরণ করা । * জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েব পোর্টাল ও উপজেলা ওয়েব পোর্টালে সমস্ত মামলা কি অবস্থায় আছে এবং ধার্য তারিখ অর্থ্যাৎ কেস ডায়রী নিয়মিতভাবে আপলোড করা ।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ মান্দা, নওগাঁ
- বাস্তবায়নকারীঃ সাদেকুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, মান্দা, নওগাঁ
- জেলাঃ নওগাঁ
- বিভাগঃ রাজশাহী

১2। ভূমি উন্নয়ন কর মেলার আয়োজন

- সমস্যাঃ অতিরিক্ত কর আরোপ, কর প্রদানে জনগণের অনীহা, কর নির্ধারণের মধ্যে দুর্নীতি এবং ভূমি মালিকদের করের হিসাব সংরক্ষণের অভাব।
- সমাধানঃ ১. ভূমি মালিকদের তালিকা তৈরী। ২. জমির মালিকানা অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারণ। ৩. প্রত্যেক ভূমি মালিককে তার দেয় করের পরিমাণ উল্লেখ করে নোটিশ ও মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ এবং উপজেলা পোর্টালে প্রদান। ৪. ভূমি উন্নয়ন করের জন্য পাসবহি তৈরী ও মালিকদের কাছে হস্তান্তর। ৫. ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পর পাসবহিতে জমা প্রদান। ৬. ভূমি উন্নয়ন কর মেলার আয়োজন এবং মালিকদের কর আদায়ের সুযোগ প্রদান। ৭. করদাতাদের মধ্যে সম্মাননা প্রদান।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ গলাচিপা, পটুয়াখালী
- বাস্তবায়নকারীঃ কাজী মো: সায়েমুজ্জামান সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, গলাচিপা, পটুয়াখালী
- জেলাঃ পটুয়াখালী
- বিভাগঃ বরিশাল

১3। নামজারী পরবর্তী রেকর্ড সংশোধন ও হালনাগাদ দ্রুতকরণ

- **সমস্যাঃ** সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংশোধন ও হালনাগাদকরণে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার গুরুত্বহীনতা ও অনীহা।
- **সমাধানঃ** * ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণ। * নামপত্তন হবার পর AC (Land) অফিসে একটি নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করে খতিয়ানগুলো সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করা হবে। * খতিয়ান কপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা পাবার পর সেখানে একটি নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করে ROR সংশোধন পূর্বক ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো। * AC (Land) অফিসে তথ্য প্রেরণ। * AC (Land) অফিসে উক্ত তথ্য পাবার পর নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** দিঘলিয়া, খুলনা
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** ০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** ০১-০৬-২০১৫ খ্রিঃ
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ৬০,০০০/=, সরকারী বরাদ্দ
- **বাস্তবায়নকারীঃ** জুলিয়া সুকায়না, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, দিঘলিয়া, খুলনা
- **জেলাঃ** খুলনা
- **বিভাগঃ** খুলনা

১4। ভিপি লীজ নবায়ন এবং লীজ মানি আদায় প্রক্রিয়া সহজীকরন

- সমস্যাঃ ভিপি কেস নথি সমন্বিত ও হালনাগাদ তথ্য না থাকা সেবা গ্রহীতাকে বারবার ধর্না দিতে হয়। লীজ মানি আদায়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রীতার সমস্যা বাংলাদেশের প্রায় সব ভূমি অফিসে বিদ্যমান রয়েছে। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষ ভূমি অফিসের কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং অফিসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক শ্রেণির সুবিধাভোগী চক্র জড়িত। ভিপি লীজ মোকাদ্দমার সমন্বিত ডাটাবেজ না থাকা, সেবাগ্রহীতাদের অসচেতনতা, ভূমি অফিস থেকে লীজ মানি সঠিক হিসাব সর্ম্পকে অবগত না করা,সেবা প্রদানকারীদের হয়রানি,কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবার প্রদানের মানসিকতা, সততা ও আন্তরিকতার অভাব, দালালদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি এর জন্য দায়ী। ফলে সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থের অপচয় হয়।
- সমাধানঃ ভিপি বন্দোবস্ত মোকাদ্দমা কেসেসমূহের সমন্বিত (লীজ গ্রহীতার মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর ও স্থায়ী ঠিকানাসহ) ডাটাবেজ তৈরী করা। আবেদনকারীর আবেদন এন্ট্রির জন্য একটি ডিজিটাল রেজিস্টার তৈরী করা হবে। আবেদনকারী আবেদন করার সাথে সাথে ডিজিটাল রেজিস্টারে এন্ট্রি হবে এবং সময় নির্ধারন করে প্রতিবেদনের জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পাঠানো। প্রতিবেদন আসার পর নথিতে উপস্থাপন করে সহকারী কমিশনার (ভূমি)র সুপারিশক্রমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা চূড়ান্ত অনুমোদন নিয়ে এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দোবস্ত গ্রহীতা লীজ মানির পরিমান জানিয়ে দেয়া হবে।
- ফলাফলঃ ভিপি লীজ মানি আদায় এবং নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরন হলে লীজ গ্রহীতাগণ হয়রানি মুক্ত পরিবেশে সহজে স্বল্প খরচে ও দ্রুততম সময়ে সেবা পাবে। তাছাড়া অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আসবে। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে জনগণের মাঝে ভূমি প্রশাসন ও সরকারের বিষয়ে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে।
- চ্যালেঞ্জ সমুহঃ বন্দোবস্ত নথিগুলো ছেঁড়া পুরোনো, অবৈধ দখল এবং সেবা প্রদান কারীদের সততা ও আন্তরিক তার অভাব।
- পরবর্তী করনীয়ঃ ভিপি লীজ মানি আদায় এবং লীজ নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরন সংক্রান্ত ইনোভেশনের ধারনা সারা দেশের সকল ভূমি অফিসে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- শুরুর তারিখঃ ০১/০৬/২০১৫
- শেষ তারিখঃ ৩১/১২/২০১৫
- সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও ধরনঃ ২০০ জন এবং সকলে ভিপি সম্পত্তি লীজ গ্রহীতা
- ব্যয়ের পরিমান ও উৎসঃ ৩৫,০০০ টাকা, কন্টিন্জেন্সি খাত।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ শ্রীমংগল, মৌলভীবাজার
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ নুরুল হুদা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, শ্রীমংগল, মৌলভীবাজার
- জেলাঃ মৌলভীবাজার
- বিভাগঃ সিলেট

১5। মিসকেস সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ এবং যথাযথ শুনানির মাধ্যমে দ্রুত কেস নিষ্পত্তি ও জনহয়রানি দূরীকরণ

- সমস্যাঃ ভূমি অফিসে সেবা গ্রহণে সাধারণ জনগণের হয়রানিঃ নাগরিকদের অসেচতনতা, দালালের দৌরাত্ম্য এবং কর্মচারীদের সেবাপরায়ণ মানসিকতার অভাব।
    - দীর্ঘদিন ধরে মিসকেস অনিষ্পন্ন থাকা
    - নোটিশ ঠিকমত জারি না হওয়া
    - যথাসময়ে শুনানি না হওয়া
    - শুনানি হলেও সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের অনুপস্থিতি
    - জনগণের হয়রানি বৃদ্ধি
    - মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি
    - সেবাপ্রার্থীদের অর্থ ও সময়ের অপচয় এবং অধিকবার অফিসে যাতায়াত
- সমাধানঃ সেবার মানোন্নয়ন ও সহজীকরণ এবং এ লক্ষ্যে অফিসের কর্মপরিবেশ ও সেবাদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।
    - মিস কেসের আবেদনে বাদী ও বিবাদীর মোবাইল নম্বর নেওয়া হচ্ছে।
    - শুনানির তারিখ জানিয়ে এসএমএস করা হচ্ছে।
    - অফিস চত্বরে মিসকেস শুনানির আসন্ন তারিখ বিষয়ক একটি বোর্ড টানানো হয়েছে, যাতে করে নোটিশ না পেলেও যে কেউ তার কেসের শুনানির তারিখ জানতে পারেন।
    - মিসকেসের ডাটাবেজ তৈরি করে তা ওয়েবসাইটে যুক্ত করা হয়েছে।
    - ওয়েবসাইটে কেস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা সংযুক্ত করা হয়েছে।
    - ডাটাবেজ ও ওয়েবসাইট থেকে চলমান মিসকেসের অবস্থা সবাই জানতে পারছেন।
- ফলাফলঃ
    - ক) মিসকেস নিষ্পত্তির হার বেড়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৪ থেকে ১২ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত ১৮০ টি মিসকেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর আগের এক বছরে এই সংখ্যা ছিলমাত্র ৪০।
    - খ)হয়রানি এড়িয়ে জনসাধারণকে সহজে সঠিক সেবা প্রদান
    - গ)সেবাগ্রহীতাদের অপেক্ষাকৃত কম সময় (Time) ও অর্থ ব্যয়ে(Cost) কম যাতায়াতে(Visit) সেবা প্রাপ্তি
    - ঘ)অফিসে মধ্যস্বত্বভোগীদেরদৌরাত্ম্য হ্রাস
    - ঙ)অসৎ কর্মচারীদের দুর্নীতির ক্ষেত্র সীমিত করা
    - চ) ভূমি সেবা গ্রহণে প্রযুক্তির ব্যবহারে জনগণকে অভ্যস্ত করা
- চ্যালেঞ্জসমূহঃ
    - ক. ভূমি অফিসের জনবল সংকট এবং লজিস্টিক সহায়তার স্বল্পতা
    - খ. অর্থায়ন সমস্যা
    - গ. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইতিবাচক মানসিকতার ঘাটতি
    - ঘ. সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতার অভাব
- শিক্ষণীয়ঃ জনমানুষের কল্যাণে আন্তরিক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবাপ্রদান প্রক্রিয়ায়অনেকখানি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।তবে পূর্ণাঙ্গ সুফল পেতে হলে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে বিদ্যমান প্রক্রিয়ার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে হবে এবং ভূমি অফিসের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- পরবর্তী করণীয়ঃ অর্জিত অগ্রগতি ধরে রেখে অধিকতর উন্নতির জন্য প্রয়াস অব্যাহত রাখা।
- শুরুর তারিখঃ ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি
- শেষের তারিখঃ ১২ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি
- সুবিধাভোগীর ধরন ও সংখ্যাঃ সুবিধাভোগীদের নির্দিষ্ট কোনো ধরন নেই। মিসকেস সেবাগ্রহীতাদের সকলেই সুবিধাভোগীর অন্তর্ভুক্ত। সুবিধাভোগীর আনুমানিক সংখ্যা ১০০০।
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ টাকা। উৎস বিভাগীয় কমিশনারের টিআর বরাদ্দ এবং স্থানীয় অনুদান
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ পবা, রাজশাহী (বর্তমানে দেলদুয়ার উপজেলা, টাঙ্গাইলে কর্মরত)

- ❖ বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ শাহাদত হোসেন কবির, প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, পবা, রাজশাহী (বর্তমানে উপজেলা নিবার্হী অফিসার, দেলদুয়ার উপজেলা, টাঙ্গাইলে কর্মরত)
- ❖ জেলাঃ রাজশাহী
- ❖ বিভাগঃ রাজশাহী

১6। চান্দিনা ভিটি ইজারা ও নবায়ন প্রদান

- সমস্যাঃ চান্দিনা ভিটি ইজারা ও নবায়নের ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাদের হয়রানি, সময় ও অর্থের অপচয়।
- সমাধানঃ ইজারা এবং নবায়নের জন্য সংশ্লিস্ট হাটে প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যসহ ব্যানার স্থাপন এবং মাইকিং। উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নোটিসবোর্ডে প্রচার। ডাটা বেইজ তৈরী। >উপজেলা ভূমি অফিসে হেল্পডেস্ক স্থাপন। অভিজ্ঞ ও তুলনামূলক সৎ ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান। তিনি আবেদনপত্র গ্রহণ ও আবেদনকারীকে আবেদনপত্র পূরণ ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করবেন। > সার্ভেয়ার, সায়রাত সহকারী ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে হাটে গমন । সরাসরি আবেদনপত্র ও শুনানী গ্রহণ এবং তদন্তকার্য পরিচালনা। >পরবর্তী ১-২ কর্মদিবসের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরন। >জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অনুমোদন হয়ে আসলে ১-২ দিনের মধ্যে ইজারার টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে গ্রহীতার নিকট ভিটি হস্তান্তর ।
- ফলাফলঃ ইতোমধ্যে কয়েকজন ব্যবসায়ী ইজারা নেয়ার জন্য আবেদন করেছেন।
- শিক্ষণীয়ঃ হাট-বাজারগুলোর ব্যবস্থাপনায় আরো মনোযোগ দিতে হবে।
- পরবর্তী করণীয়ঃ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- অন্যান্য তথ্যাবলীঃ বাজারটি পেরি-ফেরি সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান আছে।
- শুরুর তারিখঃ ১৪-০১-২০১৬ খ্রি:।
- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য): ১৫-০৩-২০১৬ খ্রি:।
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী । সংখ্যা-১৫
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা। নিজস্ব অর্থায়ন।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ উজিরপুর, বরিশাল
- বাস্তবায়নকারীঃ শাহ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, উজিরপুর, বরিশাল
- জেলাঃ বরিশাল
- বিভাগঃ বরিশাল

১7। ভূমি উন্নয়ন কর মেলার আয়োজন

- সমস্যাঃ কর নির্ধারণের মধ্যে দুর্নীতি, ভূমি মালিকদের করের হিসাব সংরক্ষণের অভাব এবং কর প্রদানে জনগণের অনীহা।
- সমাধানঃ ১. ভূমি মালিকদের তালিকা তৈরী। ২. জমির মালিকানা অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারণ। ৩. প্রত্যেক ভূমি মালিককে তার দেয় করের পরিমাণ উল্লেখ করে নোটিশ ও মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ এবং উপজেলা পোর্টালে প্রদান। ৪. ভূমি উন্নয়ন করের জন্য পাসবহি তৈরী ও মালিকদের কাছে হস্তান্তর। ৫. ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পর পাসবহিতে জমা প্রদান। ৬. ভূমি উন্নয়ন কর মেলার আয়োজন এবং মালিকদের কর আদায়ের সুযোগ প্রদান। ৭. করদাতাদের মধ্যে সম্মাননা প্রদান।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ পটুয়াখালী সদর
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ হুমায়ূন কবির সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, পটুয়াখালী সদর
- জেলাঃ পটুয়াখালী
- বিভাগঃ বরিশাল
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ বরিশাল সদর
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ ইলিয়াছুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, বরিশাল সদর
- জেলাঃ বরিশাল
- বিভাগঃ বরিশাল

18। হয়রানী মুক্ত নামজারীকরণ/সম্পাদন

- সমস্যাঃ সেবা গ্রহীতার অসচেতনতা সেবা গ্রহীতাকে বারবার ধর্না দিতে হয় সেবা প্রদানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনীহা এবং জবাবদিহিতার অভাব দালালদের দৌরাত্ম্য সেবা গ্রহীতার অতিরিক্ত খরচ
- সমাধানঃ একটি website ও software তৈরীর মাধ্যেম অনলাইনে ও ম্যানুয়ালী আবেদন গ্রহণ।আবেদন গ্রহণের সাথে সাথে ডিজিটাল রেজিস্টার IX এ এন্ট্রি হবে এবং আবেদনকারীকে ম্যাসেজের মাধ্যেম ট্রাকিং ও কেস নম্বর দেয়া হবে এবং একই সাথে তার শুনানীর সম্ভাব্য তারিখ জানিয়ে দেয়া হবে। সময় নির্ধারন করে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রতিবেদনের জন্য প্রেরণ। সেবা গ্রহীতাকে তার আবেদন মন্জুর বা নামন্জুর হলে মোবাইলের এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া এবং নামন্জুর হলে কোথায় কিভাবে আপীল করতে হবে তা সেবা প্রত্যাশীকে জানিয়ে দেয়া ডিজিটালি খতিয়ান প্রস্তুত ও রেকর্ড সংশোধন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক হোডিং খুলে অনলাইনে ও ম্যানুয়ালী তামিল প্রতিবেদন দাখিল।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ মেহেরপুর সদর
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ শাহীনুজ্জামান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, মেহেরপুর সদর
- জেলাঃ মেহেরপুর
- বিভাগঃ খুলনা

১৯। ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

- সমস্যাঃ
- সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণঃ

যেহেতু ভূমি উন্নয়ন করের সাথে সকল ভূমি মালিকদের স্বার্থজড়িত।সেহেতু ভূমি মালিকগণ সকলের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বিদ্যমান।শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ভূমি মালিক এই সমস্যার ভুক্তভোগী।কারণ ভূমি মালিকগণ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন নয়।

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ
১. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সঠিকভাবে কর নির্ধারণ না করা	১. সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মাঝে উদ্যমের অভাব এবং অধিকাংশ নিবেদিত হয়ে কাজ করেনা
২. ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাব	২. এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক নাই
৩. ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারীদের মাঝে স্বচ্ছতার অভাব এবং দূর্নীতিপ্রবণতা বেশী	৩. কর্মচারীদের অতিরিক্ত কাজের বিনিময়ে সরকারি কোন প্রণোদনার ব্যবস্থা নাই
৪. দালাল/মধ্যস্থতাকারীদের উপস্থিতি	৪. জনগণের মাঝে সচেতনার অভাব
৫. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিনে ভূমির শ্রেনীর বিভাজন না করে কর নির্ধারণ করা	৫. হোল্ডিং এর মালিকদের না পাওয়ায় সরেজমিনে কর নির্ধারনে অসুবিধা
সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: (Where, who, how much, what and why?)	

- সমস্যার পরিধিঃ ভূমি উন্নয়ন করে সাথে সকল ভূমি মালিকদের স্বার্থজড়িত। তাদের মালিকানা স্বত্ব জড়িত। ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ব্যবস্থাপনায় জটিলতা থাকায় সকল ভূমি মালিকই এর ভুক্তভোগী এবং হয়রানির শিকার। এ সমস্যা সর্বত্র বিরাজমান। একটি এলাকায় সকল ভূমি মালিকগণ যেহেতু এ সমস্যায় জর্জরিত সেহেতু এই সমস্যার পরিধি ব্যাপক। যে কোন একটি তহশীলকে/ইউনিয়নকে নির্বাচন করা হলে তার অধীনে আনুমানিক ৬০০০ হোল্ডিং থাকলে প্রায় ৬০০০ ভূমি মালিকগণ এ সমস্যার ভুক্তভোগী।

আইডিয়ার বিবরণ (আবেদন পূর্ব হতে সেবা দেয়ার পর পর্যন্ত যা যা করা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ)	নতুন প্রসেস ম্যাপ (কাস্টমারের নিকট একটি সেবা যেভাবে পৌছে দেয়া হবে, তা বুলেট পয়েন্ট আকারে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)
** একটি তহশীল নির্ধারণ করে হোল্ডিং অনুযায়ী ভূমি মালিকের সকল তথ্য সহ ডাটাবেইজ প্রস্তুত ** ডাটাবেইজ অনুযায়ী সঠিকরূপে রিটার্ণ-৩ প্রস্তুত করে সরকারি নির্ধারিত কর ভূমি মালিককে অবহিত করণের লক্ষ্যে প্রচার গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শন ** বকেয়া ও হাল দাবি নির্ধারণ করে মালিকানা প্রমাণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিবরণসহ নোটিশ প্রদান (নোটিশ সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক স্বাক্ষরিত)	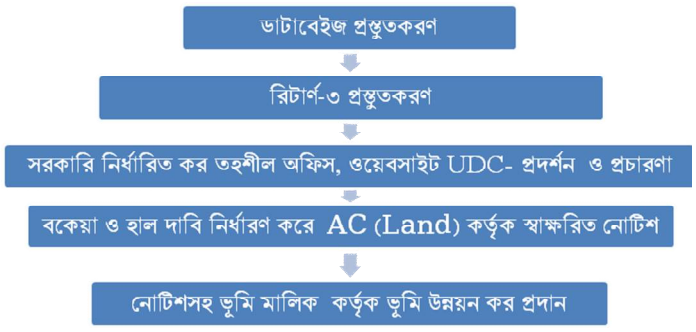

❖ সমাধানঃ একটি তহবিল নির্ধারন করে হোল্ডিং অনুযায়ী ভূমি মালিকের সকল তথ্যসহ ডাটাবেইজ প্রস্তুত । ডাটাবেইজ অনুযায়ী সঠিকরূপে ডিজিটাল রিটার্ণ-৩ প্রস্তুত করে সরকারি নির্ধারিত কর ভূমি মালিককে অবহিত করণের লক্ষ্যে প্রচার গুরুত্বপূর্ণস্থানে প্রদর্শন । বকেয়া ও হাল দাবি নির্ধারণ করে মালিকানা প্রমাণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিবরণসহ নোটিশ প্রদান (নোটিশ সহকারী কমিশনার(ভূমি) কর্তৃক স্বাক্ষরিত) আপত্তি দাখিল করা মালিকদের শুনানী গ্রহন ও নিষ্পত্তি । সহকারী কমিশনার(ভূমি)কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটিশসহ আগত ভূমি মালিকগণ কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ।

❖ আইডিয়া পাইলট করার জন্য নির্ধারিত এলাকাঃ

একটি উপজেলার একটি ইউনিয়ন হতে পারে অথবা একটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ড বা গ্রাম হতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানও হতে পারে।)_ যারা ওনার হবেন তারা পরিস্কার করে ১১ নম্বর-এ উল্লেখ করবেন।

দরবেশপুর ইউনিয়ন, রামগঞ্জ , লক্ষ্মীপুর –সহকারী কমিশনার (ভূমি), রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।

মৌজার নাম	জেএল নং	হোল্ডিং সংখ্যা
জগতপুর	৭০	১০৭১
মাঝির গাঁও	৭২	৬২৮
আইয়েনগর	৮৭	৪৩০
পশ্চিম সোহালিয়া	১৩০	৪৪৩
মোট		২৫৭২

❖ প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

	সময়	**খরচ**	**যাতায়াত**
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৮-১০ দিন	১০০-৪০০/-	৪-৫ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১ দিন	নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন কর সমপরিমাণ টাকা	৫১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১ দিনেই সেবা গ্রহিতাকে প্রত্যাশিত সেবা দেয়া সম্ভব	শুধুমাত্র নির্ধারিত সমপরিমান টাকা	অফিসে মাত্র ১ বার আসলেই প্রত্যাশিত সেবা পাওয়া যাবে।

❖ আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমঃ

একটিভিটি	কে করবে?	দিন/Time জুলাই/১৫ হতে সেপ্টে:/১৫ পর্যন্ত					
		জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	৪	৫	৬
প্রকল্প প্রস্তুতকরণ ও ডিসি অফিসে প্রেরণ অনুমোদনের জন্য	AC (Land)						
জেলা প্রশাসক মহোদয় কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন	DC						
পার্টনার, স্টকহোল্ডারদের সাথে মিটিং আলোচনা	AC (Land)						
বাজেট প্রস্তুতকরণ	AC (Land)						
প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ	ULAO						
প্রচারণা	ULAO/AC (Land)						
কর্মী নির্বাচন ও দায়িত্ব বন্টন	AC (Land)						
ডাটাবেইজ প্রস্তুকরন ও তদারকি	ULAO/AC						

	(Land)						
সংগৃহীত তথ্য যাচাই	AC (Land)						
রিটার্ণ-৩ প্রস্তুতকরণ ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	ULAO/AC (Land)						
বকেয়া হালদাবী নির্ধারণকরে নোটিশ ইস্যু ও বিতরণ	AC (Land)						
প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ	AC (Land)						
মোট		৬০ দিন					

❖ রিসোর্স ম্যাপঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	অফিসের অধীন বিদ্যমান জনবল-৮জন	৩৫,০০০/-	বিবিধ আনুষঙ্গিক খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ
বস্তুগত	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য	৪০,০০০/-	অফিসের বিদ্যমান কম্পিউটার প্রিন্টার
অন্যান্য	ম্যাপ নকশা, প্রচারণা, লজিস্টিক	২০,০০০/-	সংশ্লিষ্ট খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		৯৫,০০০/-	

❖ প্রসেস ম্যাপঃ

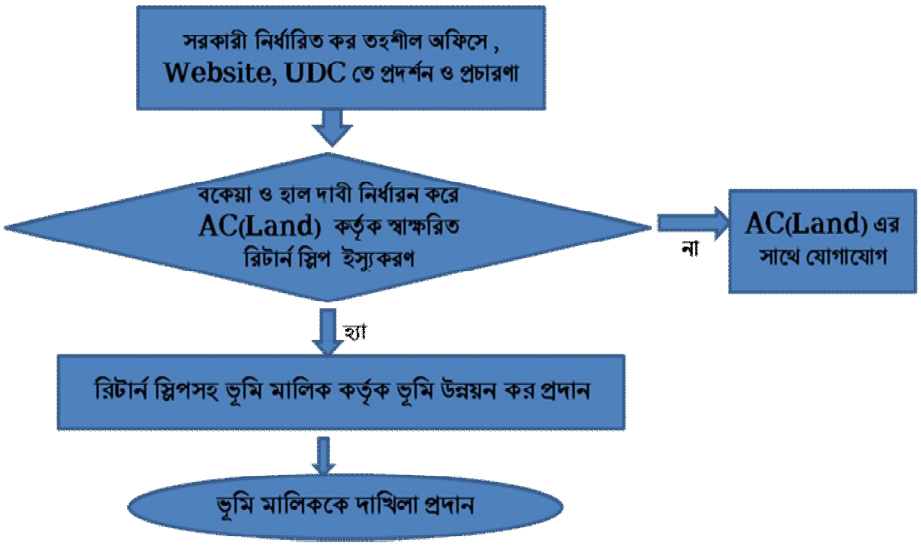

❖ শুরুর তারিখঃ অগাস্ট ২০১৫

❖ শেষ তারিখ (সম্ভাব্য): নভেম্বর ২০১৫

❖ সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ

❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ রামগঞ্জ, লক্ষীপুর

❖ বাস্তবায়নকারীঃ মোম্মদ রফিকুল হক, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, রামগঞ্জ, লক্ষীপুর

❖ জেলাঃ লক্ষীপুর

❖ বিভাগঃ চট্টগ্রাম

২০। ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ

❖ সমস্যাঃ

- ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সঠিকভাবে কর নির্ধারন না করা
- হোল্ডিং অনুযায়ী ভূমি মালিকদের কোন ডাটাবেইজ নাই ।
- ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাব
- ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারীদের মাঝে স্বচ্ছতার অভাব ও দূর্নীতির প্রবনতা বেশি
- দালাল/মধ্যস্ততাকারীদের উপস্থিতি

  যার ফলে এই সেবাটি পেতে অধিক অর্থ ও সময় খরচ হতো এবং বারবার ভিজিট করতে হতো।

❖ সমাধানঃ

- একটি তহশীল নির্ধারন করে হোল্ডিং অনুযায়ী ভূমি মালিকদের সকল তথ্যসহ ডাটা বেইজ প্রস্তুতকরন
- ডাটা বেইজ অনুযায়ী সঠিকরূপে রিটার্ন-৩ প্রস্তুত করে সরকারী নির্ধারিত কর ভূমি মালিকদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রচারনা / প্রদর্শন
- বকেয়া ও হাল দাবী নির্ধারন করে মালিকানা প্রমাণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিবরণসহ সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটিশ প্রদান
- পাইলট এরিয়ায় হোল্ডিং অনুযায়ী সকল ভূমি মালিকদের ডাটাবেইজ তৈরী এবং সেই অনুযায়ি রিটার্ন-৩ প্রস্তুত
- বকেয়া ও হাল দাবী নির্ধারন করে মালিকানা প্রমাণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বিবরণসহ সহকারি কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটিশ প্রদান
- জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর প্রচারণার ব্যবস্থা করা

❖ ফলাফলঃ

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

বিষয়	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
সময়	ক্ষেত্রভেদে ০৮-১০ দিন	০১ দিন
ব্যয়	অতিরিক্ত ১০০-৪০০ টাকা	শুধুমাত্র নির্ধারিত ভূমি কর সমপরিমান টাকা
যাওয়া-আসা	৪-৫ বার	০১ বার

ইতোপূর্বে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারন সঠিকরূপে না হওয়ায় ভূমি মালিকদের ভোগান্তি কমে নি, কিন্তু এ আইডিয়া অনুযায়ী শুরুতেই ডাটাবেইজ অনুযায়ী রিটার্ন-৩ প্রস্তুত করায় ভোগান্তি কমবে যা গুনগত সেবার চিহ্ন বহন করে।

❖ চ্যালেঞ্জসমুহঃ

- টিমের সদস্যদের অসহযোগিতা ও মানসিকতার পরিবর্তন আনা।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের মাঝে আস্থা ফিরিয়ে আনা।
- আইডিয়া বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান

❖ শিক্ষণীয়ঃ যে কোন ধরণের অফিসে “ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ” এর মাধ্যমে হয়রানিমুক্তভাবে সেবা প্রদান করা সম্ভব

❖ গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

- বাকিলা ইউনিয়নের তিনটি মৌজায় ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ সংক্রান্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগটি সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও অন্যান্য নির্বাচিত প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারন এর সাথে মতবিনিময় ও অবহিতকরণ সভা।
- প্রচারণা
- ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত জারিকৃত সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন ওয়েব সাইট ও অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে প্রকাশ

- **শিক্ষণীয়ঃ** ভূমি মালিকের নিজ ভূমি হস্তান্তরের সাথে সাথে ভূমি উন্নয়ন কর পরিবর্তিত হবে সেক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিবেচনায় আনতে হবে।
- **পরবর্তী করণীয়ঃ** উপজেলা ভূমি অফিস, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর ইতোমধ্যেই একটি সফটওয়ার কোম্পানীর মাধ্যমে www.hajiganj.acland.gov.bd নামে নিজস্ব ওয়েব সাইট ও অফিস ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সিস্টেম প্রনয়ন করেছে। ভবিষ্যতে উক্ত সিস্টেমে ভূমি মালিকদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য / ডাটাবেইজে সংযোজনের মাধ্যমে " অনলাইনে খাজনা দিন " অপশনটি ব্যবহার করে ভূমি মালিকগণ সহজে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন করের পরিমান জানতে ও নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করতে পারবে।
- **উদ্ভাবনী শুরুর তারিখঃ** আগস্ট, ২০১৫
- **উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখঃ** নভেম্বর, ২০১৫ ইতোমধ্যে সম্পন্ন । এই সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান ।
- **সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ** সকল ভূমি মালিকগণ । পাইলট এলাকায় তিনটি মৌজায় মোট সুবিধাভোগী ভূমি মালিকের সংখ্যা-৩২৭ জন
- **ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ** ৭৫,০০০/ টাকা, বিবিধ / আনুষঙ্গিক খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং অফিসের বিদ্যমান কম্পিউটার ও প্রিন্টার
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ ওলিউজ্জামান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
- জেলাঃ চাঁদপুর
- বিভাগঃ চট্টগ্রাম

২১। সায়রাত রেজিস্টার (রেজিঃ-০৬) ডিজিটাইজেশন (জলমহাল)

- সমস্যাঃ
  - ১। চাহিদা মাফিক হালনাগাদ তথ্য না পাওয়া
  - ২। লীজ প্রদানে দীর্ঘ সূত্রিতা
  - ৩। রাজস্ব আদায়ে স্থবিরতা
  - ৪। লীজ দাতা এবং লীজ গ্রহীতার ভোগান্তি
- সমাধানঃ সায়রাত রেজিস্টার (রেজিঃ ০৬) ডিজিটাইজেশন (জলমহাল অংশ), হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরি করে অনলাইন এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সঠিক তথ্য প্রদান।
- ফলাফলঃ সায়রাত রেজিস্টার (জলমহাল অংশ) ডিজিটাইজেশনের ফলে হালনাগাদ তথ্য সহজেই পাওয়া যাবে। এতে সহজে জলমহাল লীজ প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া জলমহাল সংক্রান্ত মামলার জটিলতা হ্রাস পাবে। এর সুফল ভোগ করবে লীজ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে।
- চ্যালেঞ্জ সমূহঃ
  - ১। ইন্টারনেট সংযোগ
  - ২। সাইবার নিরাপত্তা
  - ৩। অংশীজনদের অসহযোগিতা
- শুরুর তারিখঃ ০৩/১১/২০১৫ খ্রিঃ
- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য): ২০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ লীজ দাতা, লীজ গ্রহীতা ও স্থানীয় মৎস্য সম্পদ এর উপর জীবিকা নির্বাহকারী স্থানীয় জনগণ, ১৫০০-২০০০ জন।
- ৬। ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ ১,৩০,০০০/- স্থানীয় ভাবে সংগৃহীত
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
- বাস্তবায়নকারীঃ প্রভাংশু সোম মহান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
- জেলাঃ সুনামগঞ্জ
- বিভাগঃ সিলেট

২২। উপজেলা পর্যায়ে 'ক' তফশিলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি আদায় ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ

- সমস্যাঃ যর্থাযর্থভাবে লীজ আদায় না হওয়া,আর্থিক ক্ষতি, নিজ অধিক্ষেত্রে ৫৮ টি নথি এবং গ্রাহকদের সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ঘাটতি ও নথি ব্যবস্থাপনার দূর্বলতা। বর্তমানে 'ক ' তফসিল ভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি আদায়ে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। সেবা প্রত্যাশী লীজ গ্রহীতার সংশিস্নষ্ট অফিসে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত যাতায়াত করতে হয়। দূর্বল তদারকির কারনে বিপুল পরিমান সরকারী রাজস্ব অনাদায়ী থাকে।
- সমাধানঃ উপজেলাধীন সকল ভিপি নথির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি করা। ১লা বৈশাখ হতে ৩০শে বৈশাখের মধ্যে প্রত্যেক লীজ গ্রহীতাকে SMS/ নোটিশ প্রদান। প্রত্যেক ULAO কে বাধ্যতামূলকভাবে ১লা বৈশাখ হতে ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ এর মধ্যে লীজ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বত: প্রনোদিত হয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা। প্রতিবেদন এবং লীজ গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির পর অতিদ্রুততার সহিত নথি উপস্থাপনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অনুমোদনান্তে লীজমানি আদায়/ নবায়ন করে তা Confirm করা। যদি ULAO এর প্রতিবেদন বিরূপ হলে সংশ্লিষ্ট লীজ গ্রহীতার লীজ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিলপূর্বক পুন: লীজ এর ব্যবস্থা করা।
- ফলাফলঃ

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাসত্মবায়নের আগে	৪-৫ মাস	৮০০০/-	৫-৬ বার
আইডিয়া বাসত্মবায়নের পরে	২-৪ দিন	৫০০/-	১-২ বার
আইডিয়া বাসত্মবায়নের পরে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	সময়ের সাশ্রয় ৪ থেকে সাড়ে ৪ মাস	খরচ সাশ্রয় ৭৫০০/-	৪-৫বার যাতায়াত সাশ্রয়

- চ্যালেঞ্জসমূহঃ
  - ক) নথিতে সঠিক তথ্য না থাকা।
  - খ) দূর্বল নথি ব্যবস্থাপনা।
  - গ) লীজগ্রহীতার লীজমানি প্রদানে অনাগ্রহ।
  - ঘ) লীজগ্রহীতার মৃত্যু বা বিদেশে অবস্থান।
  - ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরন।
  - চ) দক্ষ জনবলের অভাব।
- পরবর্তী করণীয়ঃ পাইলট প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তা সারাদেশে বাস্তবায়ন করা।
- শুরুর তারিখঃ সেপ্টেম্বর /২০১৫ খ্রি.।
- শেষ তারিখঃ সেপ্টেম্বর /২০১৬ খ্রি.।
- সুবিধা ভোগীর ধরন ও সংখ্যাঃ লীজ গ্রহীতা, সংখ্যাঃ ৩৪৯ এবং সরকার।
- ব্যয়ের পরিমান ও উৎসঃ আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা। এ টু আই, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা পরিষদ (প্রাপ্তি সাপেক্ষে)
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ রাজনগর, মৌলভীবাজার
- বাস্তবায়নকারীঃ মিন্টু চৌধুরী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, রাজনগর, মৌলভীবাজার
- জেলাঃ মৌলভীবাজার
- বিভাগঃ সিলেট

২৩। উপজেলা পর্যায়ে 'ক' তফশিলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি আদায় ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ

❖ সমস্যাঃ যর্থাযর্থভাবে লীজ আদায় না হওয়া,আর্থিক ক্ষতি, নিজ অধিক্ষেত্রে ৫৮ টি নথি এবং গ্রাহকদের সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ঘাটতি ও নথি ব্যবস্থাপনার দূর্বলতা।

ক) কালক্ষেপণ।

খ) অতিরিক্ত খরচ।

গ) অতিরিক্ত যাতায়াত।

ঘ) সরকারী রাজস্ব অনাদায়ী থাকা

ঙ) দূর্বল নথি ব্যবস্থাপনা।

চ) লীজমানি আদায়ে উদাসীনতা।

ছ) লীজ গ্রহিতার লীজমানি প্রদানে অনাগ্রহ।

জ) লীজগ্রহীতার লীজ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা।

❖ সমাধানঃ উপজেলাধীন সকল ভিপি নথির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি করা। ১লা বৈশাখ হতে ৩০শে বৈশাখের মধ্যে প্রত্যেক লীজ গ্রহীতাকে SMS/ নোটিশ প্রদান। প্রত্যেক ULAO কে বাধ্যতামূলকভাবে ১লা বৈশাখ হতে ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ এর মধ্যে লীজ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বত: প্রনোদিত হয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা। প্রতিবেদন এবং লীজ গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির পর অতিদ্রুততার সহিত নথি উপস্থাপনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অনুমোদনান্তে লীজমানি আদায়/ নবায়ন করে তা Confirm করা। যদি ULAO এর প্রতিবেদন বিরূপ হলে সংশ্লিষ্ট লীজ গ্রহীতার লীজ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিলপূর্বক পুন: লীজ এর ব্যবস্থা করা।

- উপজেলাধীন সকল ভিপি নথির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি করা।
- ১লা বৈশাখ হতে ৩০শে বৈশাখের মধ্যে প্রত্যেক লীজ গ্রহীতাকে SMS/ নোটিশ প্রদান।
- প্রত্যেক ULAO কে বাধ্যতামূলকভাবে ১লা বৈশাখ হতে ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ এর মধ্যে লীজ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বত: প্রনোদিত হয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা।
- প্রতিবেদন এবং লীজ গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির পর অতিদ্রুততার সহিত নথি উপস্থাপনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অনুমোদনান্তে লীজমানি আদায়/ নবায়ন করে তা Confirm করা। যদি ULAO এর প্রতিবেদন বিরূপ হলে সংশ্লিষ্ট লীজ গ্রহীতার লীজ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিলপূর্বক পুন: লীজ এর ব্যবস্থা করা।

❖ ফলাফলঃ

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৪-৫ মাস	৪০০০/-	৫-৬ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	২-৪ দিন	৫০০/-	১-২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	সময়ের সাশ্রয় ৪ থেকে সাড়ে ৪ মাস	খরচ সাশ্রয় ৩৫০০/-	৪-৫ বার

❖ চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ULAO কর্তৃক প্রতিবেদন আদায়।
- গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

❖ শিক্ষণীয়ঃ

- উপজেলাধীন সকল ভিপি নথির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি করা।
- বিদ্যমান লীজমানি আদায় প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

❖ শুরুর তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য): মে, ২০১৬
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ সরকার ও লীজগ্রহণকারী এবং সুবিধাভোগী প্রায় ৬০০ জন।

- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	দক্ষ অফিস স্টাফ ও অফিস বহির্ভূত একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১০,০০০/=	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ
বস্তুগত	কম্পিউটার সামগ্রী (বিদ্যমান)	---	
অন্যান্য	কাগজ, রেজিস্টার ও যাতায়াত খরচ	২০০০০/=	
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		৩০,০০০/=	

- বাস্তবায়ন এলাকাঃ সদর, টাঙ্গাইল
- বাস্তবায়নকারীঃ সানোয়ারুল হক, সহকারী কমিশনার (ভূমি), টাঙ্গাইল, উপজেলা ভূমি অফিস, সদর, টাঙ্গাইল
- জেলাঃ টাঙ্গাইল
- বিভাগঃ ঢাকা

২৪। উপজেলা পর্যায়ে 'ক' তফশিলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি আদায় ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ

- সমস্যাঃ যর্থাযর্থভাবে লীজ আদায় না হওয়া,আর্থিক ক্ষতি, নিজ অধিক্ষেত্রে ৫৮ টি নথি এবং গ্রাহকদের সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ঘাটতি ও নথি ব্যবস্থাপনার দূর্বলতা।
  - ক) তদারকীর অভাব
  - খ) দূর্বল নথি ব্যবস্থাপনা
  - গ) লীজমানি আদায়ে উদাসীনতা
  - ঘ) লীজ গ্রহীতার লীজমানি প্রদানে অনাগ্রহ
  - ঙ) লীজগ্রহীতার লীজ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা
  - চ) লীজগ্রহীতার মৃত্যু বা বিদেশে অবস্থান ইত্যাদি কারণে সময়মতো লীজ নবায়ন না হওয়া
  - ছ) লীজগ্রহীতার সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ঘাটতি
  - জ) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলার দীর্ঘসূত্রীতা।
- সমাধানঃ উপজেলাধীন সকল ভিপি নথির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি করা। ১লা বৈশাখ হতে ৩০শে বৈশাখের মধ্যে প্রত্যেক লীজ গ্রহীতাকে SMS/ নোটিশ প্রদান। প্রত্যেক ULAO কে বাধ্যতামূলকভাবে ১লা বৈশাখ হতে ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ এর মধ্যে লীজ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বত: প্রনোদিত হয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা। প্রতিবেদন এবং লীজ গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির পর অতিদ্রুততার সহিত নথি উপস্থাপনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অনুমোদনান্তে লীজমানি আদায়/ নবায়ন করে তা Confirm করা। যদি ULAO এর প্রতিবেদন বিরূপ হলে সংশ্লিষ্ট লীজ গ্রহীতার লীজ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিলপূর্বক পুন: লীজ এর ব্যবস্থা করা।

  ক) উপজেলার সকল ভিপি নথির একটি স্বয়ংসম্পূর্ন ডাটাবেজ তৈরী করা

  খ) প্রত্যেক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ১লা বৈশাখ হতে ৩০ শে জৈষ্ঠ এর মধ্যে লীজগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বপ্রনোদিত হয়ে আবেদনসহ প্রস্তাব প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।

  গ) প্রতিবেদন এবং লীজগ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির পর নথিতে উপস্থাপন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের অনুমোদনান্তে মোবাইল এসএমএস'র মাধ্যমে লীজমানি প্রদান করার জন্য তাগিদ প্রদান।

  ঘ) তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে লীজমানি আদায়।
- ফলাফলঃ
  - ক) সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সকল (৮টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা) ইউনিয়নের 'ক' তপশীলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে।
  - খ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ বাধ্যতামূলকভাবে এ পর্যমত্ম ৭টি ইউনিয়ন এর লীজগ্রহীতার আবেদনসহ প্রসত্মাব প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করছেন।
  - গ) পাইলটিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গৌরারং ইউনিয়নের ৮৫টি ভিপি নথির লীজমানি আদায় এবং নবায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এতে সরকারের ১০,০২,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা আদায়সহ উপকারভোগী/সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৪৫২ জন।
  - ঘ) পাইলটিং কার্যক্রমের সফল সমাপ্তি উত্তর এ উদ্ভাবনী প্রকল্পটি অন্যান্য ইউনিয়ন এ চালু করা হয়েছে।
  - ঙ) হয়রানিমুক্তভাবে যাতায়াত, সময়, আর্থিক সাশ্রয়ী প্রত্যাশিত সেবা পেয়ে সেবা গ্রহীতারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।
- চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

  ক) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কমকর্তা ও লীজগ্রহীতার মানসিকতার পরিবর্তন।

  খ) লীজগ্রহীতার আর্থিক সামর্থ্য।

  গ) দীর্ঘদিনের বকেয়া লীজমানি এবং টাকার পরিমাণ বেশি।

  ঘ) লীজগ্রহীতার কাছে বিশ্বাস অর্জন।

  ঙ) লীজগৃহীত সম্পত্তিতে অবৈধ দখলদার।

  চ) অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

  ছ) ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে ব্যয়ের কোন সংকুলান না থাকা।

  জ) যানবাহনের অপ্রতুলতা।

ঝ) দায়িতব পালনরত অফিসিয়ালদের অপ্রতুল কম্পিউটার জ্ঞান।

ঞ) প্রভাবশালী / রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অযাচিত হস্তক্ষেপ।

ঠ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীতা।

- শিক্ষনীয়ঃ জনসাধারণকে হয়রানিমুক্তভাবে যাতায়াত, সময়, আর্থিক সাশ্রয়ী প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করায় সেবা গ্রহীতারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।
- পরবর্তী করনীয়ঃ উপজেলার সকল ইউনিয়নের 'ক' তপশীলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজগ্রহীতা / বাস্তব ভোগদখলকারদের তালিকা অনুযায়ী ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার নিকট হতে বাসত্মব অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন আনয়নক্রমে আইনানুগ দ্রুত লীজ নবায়ন/লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- অন্যান্য তথ্যাবলীঃ
  - ক) উপজেলা ভূমি অফিসে পবার আদলে সেবা নিকেতন চালু করা হয়েছে।
  - খ) উপজেলা ভূমি অফিসে একটি সুসজ্জিত রেকর্ডরম্নম স্থাপন করা হয়েছে।
  - গ) অত্র উপজেলাধীন সকল মৌজার মৌজা ভিত্তিক খাস জমির অবৈধ দখলদারদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে।
  - ঘ) প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিমাসে ১বার করে ভূমি সেবা প্রদান কার্যক্রমের বিষয়ে গণশুনানী গ্রহণ করা হয়।
  - ঙ) ভ্রাম্যমান সেবার মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, 'ক' তফশীলভূক্ত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানি আদায় করার জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক টিম গঠন করা হয়েছে।
- শুরুর তারিখঃ ১৯ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিঃ।
- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য): ১৯ মে, ২০১৬ খ্রিঃ।
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ 'ক' তফশীলভূক্ত ভিপি সম্পত্তির লীজগ্রহীতা ও বাস্তব দখলদার, ৪৫২ জন।
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা, এটুআই, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ সদর, সুনামগঞ্জ
- বাস্তবায়নকারীঃ মো: মামুন খন্দকার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সুনামগঞ্জ, উপজেলা ভূমি অফিস, সদর, সুনামগঞ্জ
- জেলাঃ সুনামগঞ্জ
- বিভাগঃ সিলেট

২৫। খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদান সহজীকরণ

❖ সমস্যাঃ

১ নম্বর রেজিস্টার বা আর ও আর এর এর কপি ভূমি সংক্রান্ত যে কোন সেবা প্রাপ্তি বা প্রদানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ উপজেলা ভূমি অফিস বা জেলা রেকর্ড রুমে ১ নম্বর রেজিস্টারের কোন ডিজিটাল ডাটাবেইজ নেই। যার ফলে জনগণ যখন ভূমি সংক্রান্ত কোন সেবা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন বা সরকার যখন কোন সেবা প্রদানের প্রয়াস গ্রহণ করেন তখন সাধারণত নিম্নবর্ণিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়ঃ

- সহকারী কমিশনার ভূমির কার্যালয়ে উপজেলার সকল খতিয়ানের ডিজিটাল ডাটাবেইজ না থাকায় সামান্য কাজেও জনসাধারণকে জেলা রেকর্ডরুমে পাঠাতে হয়।
- জেলা রেকর্ড রুমে জেলার সকল খতিয়ানের কোন ডিজিটাল ডাটাবেইজ না থাকায় রেকর্ড রুম থেকে কোন খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি পেতে গেলে, বা এস এ/আর এস দাগের তুলনামূলক তথ্য পেতে গেলে জনগণকে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয় এবং বার বার যাওয়া আসা করা লাগে।
- উপজেলা ভূমি অফিস বা জেলা রেকর্ড রুমে ১ নম্বর রেজিস্টার এমন ভাবে সাজানো থাকে যে মাত্র একজন বা দুই জন কর্মচারী ছাড়া আর কেও দ্রুত চাহিত বইটি খুঁজে দিতে পারে না। ফলে পুরো ব্যবস্থা টি দুই একজন কর্মচারী নির্ভর হয়ে পড়ে।
- উপজেলা ভূমি অফিসে ০১ নং রেজিস্টারের কোন ডিজিটাল ডাটাবেইজ না থাকায় অনেক সময় অসাধু চক্র সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে অন্ধকারে রেখে খাস জমি বা অর্পিত সম্পত্তি নামজারি করিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকে।
- ১ নম্বর রেজিস্টার বার বার ব্যবহারের ফলে অধিকাংশ সময় গুরুত্বপূর্ণ পাতা গুলি ছিড়ে যায়, যার ফলে খাজনা নির্ধারণ, দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করা, বা খাস জমি বন্দোবস্তের মত কর্মকান্ড সূচারু রুপে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- অনেক সময় অনেক অসাধু চক্র খতিয়ানের কপি কাটাকাটি করে বা গায়েব করে অন্যায় ভাবে অপরের জমি বা সরকারের জমি দখলের পায়তারা করে। আর ও আরের কপি সীমিত হওয়ার কারণে এই চক্রকে প্রতিহত করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, অনেকস্থানে শতভাগ ভূমি মালিকদের নামে রেজিস্টার ২ এ হোল্ডিং খোলা নেই। পাশাপাশি ১ নং রেজিস্টারের কোন ডিজিটাল ডাটাবেইজ না থাকায় হোল্ডিং বহির্ভূত ভূমি মালিকদের উপর সঠিক ভাবে ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ধার্য করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

❖ সমাধানঃ ১ নং রেজিস্টার স্ক্যান করে ডাটাবেইজ তৈরি । রেজিস্টার ৮ এবং ১২ এর ডাটাবেইজ তৈরি প্রতিটি খতিয়ানের উপর যতগুলি নামজারি হয়েছে সেগুলি স্ক্যান করে ডাটাবেইজ তৈরি করা । অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরি । সফটওয়্যারের মাধ্যমে মূল খতিয়ানের সাথে খারিজ খতিয়ানের Link Up করে দেয়া । ভূমি অফিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি । তৈরিকৃত ডাটাবেইজ ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ । সর্বসাধারণের জন্য ওয়েবসাইট উন্মুক্ত করে দেয়া ।

❖ ফলাফলঃ

সহকারি কমিশনার (ভূমি), কুমারখালি, কুষ্টিয়া কর্তৃক "খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদান সহজিকরণ " শীর্ষক একটি ইনোভেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কুমারখালি উপজেলার ১৮৬ টি মৌজার প্রায় ১০০০০০ (এক লক্ষ) আর এস খতিয়ান স্ক্যান করে একটি ডিজিটাল ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ইনোভেশন প্রকল্প টি বাস্তবায়িত হবার ফলে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তিতে জনসাধারন নিম্নলিখিত সুবিধা পাচ্ছেন-

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণকে আর কোন খতিয়ানের জন্য জেলা রেকর্ডরুমে যেতে হচ্ছে না এসিল্যান্ড অফিস থেকেই জনসাধারণকে তাদের প্রত্যাশিত খতিয়ান প্রিন্ট করে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- কোন দাগ এসএ/ আর এস এর তুলনা মুলক তথ্য যাচাই এর জন্য আর কোন ব্যক্তিকে জেলা রেকর্ড রুমে পাঠানো হচ্ছে না। কম্পিউটরে রক্ষিত ডাটাবেইজ থেকে এস এ/ আর এস দাগের তুলনামূলক তথ্য সেবা গ্রহিতা যাচাই করতে পারছেন।
- সরকারি বিভিন্ন অফিস যেমন শিলাইদহে অবস্থিত রবীন্দ্রকুঠিবাড়ি কর্তৃপক্ষ বা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস বা কমিউনিটি ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ তাদের প্রত্যাশিত খতিয়ান খুব সহজেই এসি ল্যান্ড অফিস কুমারখালি থেকে সংগ্রহ করেছেন।
- কোন খতিয়ান সন্দেহজনক মনে হলে এসি ল্যান্ড নিজেই প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইজ থেকে এক ক্লিক করেই খতিয়ান টি দেখে নিতে পারছেন, এবং এতে করে অনেক জালিয়াতির ঘটনা উন্মোচন হয়েছে।
- কুমারখালি উপজেলার ১৮৬ টি মৌজার প্রায় ১০০০০০ (এক লক্ষ) আর এস খতিয়ান স্ক্যান করে প্রায় ৭৫ গিগাবাইটের একটি ডিজিটাল ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে, এবং প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইজ ২ সেট ডিভিডি তে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফলে এখন কোন খতিয়ান ছিড়ে ফেলে গায়েব করার কোন সুযোগ আর নেই। এতে ভূমি মালিকদের মালিকানা নিরাপদ হয়েছে।
- খতিয়ানের এই স্ক্যান করা ডাটাবেইজ থেকে সাব রেজিস্ট্রি অফিস, জরিপ বিভাগ বা আদালত উপকৃত হতে পারে।

❖ চ্যালেঞ্জসমূহঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সীমাবদ্ধতা ছাড়া দৃশ্যমান আর কোন চ্যালেঞ্জ নেই। তাছাড়া স্ক্যান এর মাধ্যমে আর এস খতিয়ান এর ডাটাবেইস সহজেই তৈরি করা গেলেও এসএ বা সিএস খতিয়ানের ডাটাবেইজ তৈরি করা কঠিন।

❖ শিক্ষণীয়ঃ প্রকল্পটি সারা দেশে অনুকরণ করা গেলে অল্প সময়েই সারা দেশের আর এস খতিয়ানের একটি নির্ভুল ডাটাবেইজ তৈরি করা যাবে, এবং জেলা রেকর্ড রুমে উক্ত ডাটাবেইজ থেকে খতিয়ান সরবরাহ করা গেলে অল্প সময়েই মাত্র ০১ থেকে ২ জন জনবল দিয়েই সেবা প্রত্যাশি জনসাধারণকে সেবা প্রদান করা যাবে।

❖ পরবর্তীতে করণীয়ঃ

ইতিমধ্যেই উপজেলা ভূমি অফিস কুমারখালীতে সকল আর এস রেকর্ড স্ক্যান করে ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীতে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে

- প্রতিটি খতিয়ানের উপর যতগুলি নামজারী হয়েছে সে গুলি স্ক্যান করে ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে
- ০৮ এবং ১২ নং রেজিস্টারের ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে
- অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার নির্মাণ করা হবে
- সফটওয়্যারের মাধ্যমে মুল আর এস খতিয়ানের মাধ্যমে খারিজ খতিয়ান লিংক করে দেওয়া হবে
- ভূমি অফিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে
- তৈরি ডাটাবেইজ ওয়েবসাইট এ সংরক্ষণ করা হবে
- সর্বসাধারণের জন্য ওয়েবসাইট উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে

❖ অন্যান্য তথ্যাবলীঃ

- এটুআই এর তরফ হতে প্রকল্পটিকে দেশের অন্যতম সম্ভামনাময় প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং বিগত ২০/০১/২০১৬ ইং তারিখে এটুআই এর পক্ষ হতে প্রকল্পটির সুবিধাভোগী জনসাধারণ সহ পুরো প্রকল্পের উপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলা রেকর্ডরুম কুষ্টিয়া তে প্রকল্পটির উপর একটি পরীক্ষা চালানো হয়। পরীক্ষার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো -
- জেলা রেকর্ড রুমে চালানো বাস্তব পরীক্ষার ফলাফল
- জেলা রেকর্ডরুম কুষ্টিয়াতে বর্তমানে বিদ্যমান টাইপ করে আর এস খতিয়ান প্রদান এবং প্রস্তাবিত স্ক্যান কপি প্রিন্ট করে খতিয়ান প্রদান পদ্ধতির মধ্যে একটি তুলানামুলক পরীক্ষা চালানো হয়। সেখানে দেখা যায় স্ক্যান কপি প্রিন্ট করে খতিয়ান তৈরি করতে সময় লেগেছে মাত্র ২৬ সেকেন্ড। এবং এই কাজটি রেকর্ডরুম ডেপুটি কালেক্টর তার চেয়ারে বসেই নিজে নিজেই করে ফেলেছেন। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতে একজন অভিজ্ঞ কর্মী একটি খতিয়ান খুঁজে বের করে টাইপ করে খতিয়ান তৈরি করতে সময় নিয়েছেন ১৪ মিনিট এবং পরীক্ষার সময় দেখা যায় তার টাইপ করা খতিয়ানে ভুল ছিল যা সংশোধন করে টাইপ করতে আরও ৫ মিনিট সময় বেশি ব্যয় হয়। অর্থাৎ প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে একটি মাত্র খতিয়ান তৈরিতে ১৩ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড সময়

বাঁচানো সম্ভব এবং রেকর্ডরুম ডেপুটি কালেক্টর সহ মাত্র ৩ জন কর্মচারী দিয়েই রেকর্ড রুম পরিচালনা করা সম্ভব।

- কুষ্টিয়া জেলা রেকর্ড রুমে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ টি খতিয়ানের নকল প্রাপ্তির আবেদন আসে যার প্রায় ৭০% বা ২১০ টি আর এস খতিয়ান। একটি আর এস খতিয়ানে যদি ১৩ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড সময় বাঁচানো যায় তাহলে প্রতিদিনের আবেদন নিষ্পত্তিতে মোট ৪৭.৪৮ কর্ম ঘণ্টা বাঁচানো সম্ভব। যার অর্থ প্রস্তাবিত পদ্ধতি গ্রহণ করলে দিনের আবেদন দিনেই নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

- ইতিমধ্যেই "খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদান সহজিকরণ " শীর্ষক প্রকল্পটি ভূমি সংক্রান্ত সেবা সহজিকরণে অন্যন্য ভুমিকা রাখছে মর্মে মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা মহোদয় মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাকে প্রশংসাপত্র প্রেরণ করেছেন। প্রকল্পটি দেশের সর্বত্র অনুসরণ করার প্রস্তাব দিয়ে মাননীয় জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া, মাননীয় সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র দিয়েছেন - চিঠির কপি নিম্মে দেওয়া হলঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া
(আইসিটি শাখা)
E-mail- dckushtia@mopa.gov.bd
Website : www.kushtia.gov.bd

স্মারক নম্বর -০০.০০.৫০০০.০২৫.৩৯.০০১.১৫ - ১৮৩

তারিখঃ ১২ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৭ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ ইনোভেশন আইডিয়া টেকসইকরণের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তাব আকারে প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ০২/০৮/২০১৫ইং তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়ার সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন কুষ্টিয়ার উদ্যোগে ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় কুষ্টিয়া জেলা ইনোভেশন সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া সৈয়দ বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই সার্কেলে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত হন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ মহোদয়, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়, জনাব তারিক-উল-ইসলাম মহোদয়, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা জনাব আবদুস সামাদ মহোদয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট জনাব মানিক মাহমুদসহ জেলা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর প্রধানগণ।

মুখ্য সচিব মহোদয় উক্ত ইনোভেশন সার্কেলে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন উপজেলাতে চলমান ৭৪টি ইনোভেশন আইডিয়ার মধ্য হতে উপস্থাপিত মোট ৭টি ইনোভেশন আইডিয়াসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং কয়েকটি ইনোভেশন আইডিয়া টেকসইকরণ ও দেশের সর্বত্র অনুসরণের লক্ষ্যে প্রস্তাব আকারে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কুষ্টিয়া জেলা ইনোভেশন সার্কেল-২০১৫তে মোঃ তানজিল্লুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুষ্টিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত "খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি ও প্রদান সহজিকরণ"উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রস্তাব আকারে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এ সাথে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্ত: ০৫ (পাঁচ) পাতা।

২৭-০৮-১৫

সৈয়দ বেলাল হোসেন
জেলা প্রশাসক
কুষ্টিয়া।
ফোনঃ ০৭১-৬২৩০০
ই-মেইলঃ dckushtia@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে / কার্যার্থে):

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও,ঢাকা।
২। সচিব(সমন্বয় ও সংস্কার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৪। প্রকল্প পরিচালক,একসেস টু ইনফরমেশন(এটুআই) প্রোগ্রাম,পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও,ঢাকা।
৫। জনাব মানিক মাহমুদ, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট , এটুআই প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৬। জনাব মোঃ তানজিল্লুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুমারখালি, কুষ্টিয়া।

C:\Users\Administrator\Desktop\innovation ap unicode latest08.07.15.doc

- শুরুর তারিখঃ ১ জুলাই, ২০১৫
- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য):৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ যে সকল সেবা গ্রহীতা উপজেলা ভূমি অফিসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের সেবা গ্রহণ করতে আসেন তারা সকলেই এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের সুফল পাচ্ছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সরকারি অফিস ও দপ্তর সমূহ

এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হচ্ছেন। এখনো পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ সেবা গ্রহীতা এবং শিলাইদহে অবস্থিত রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন।

- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ প্রকল্পটি সফলভাবে শেষ করতে প্রায় ১০০০০০(এক লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। মাননীয় জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার কুষ্টিয়া এর নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান হতে প্রকল্প ব্যয় মেটানো হয়েছে।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ কুমারখালি, কুষ্টিয়া
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ তানজিল্লুর রহমান, সহকারী কমিশনার ভূমি, উপজেলা ভূমি অফিস, কুমারখালি, কুষ্টিয়া
- জেলাঃ কুষ্টিয়া
- বিভাগঃ খুলনা

২৬। খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদান সহজীকরণ

- সমস্যাঃ জেলা রেকর্ড রুম থেকে কোন খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি পেতে গেলে জনগণকে দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয় এবং বার বার যাওয়া আসা করা লাগে রেকর্ড রুমে ১ নম্বর রেজিস্টার এমন ভাবে সাজানো থাকে যে মাত্র একজন বা দুই জন কর্মচারী ছাড়া আর কেও দ্রুত চাহিত বইটি খুঁজে দিতে পারে না। ফলে পুরো ব্যবস্থা টি দুই একজন কর্মচারী নির্ভর হয়ে পড়ে। উপজেলা ভূমি অফিসে ০১ নং রেজিস্টারের কোন ডিজিটাল ডাটাবেইজ না থাকায় অনেক সময় অসাধু চক্র সহকারী কমিশনার (ভুমি) কে অন্ধকারে রেখে খাস জমি বা অর্পিত সম্পত্তি নামজারি করিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস গুলোতে শতভাগ ভূমি মালিকদের নামে রেজিস্টার ২ এ হোল্ডিং খোলা নেই। পাশাপাশি ১ নং রেজিস্টারের কোন ডিজিটাল ডাটাবেইজ না থাকায় হোল্ডিং বহির্ভূত ভূমি মালিকদের উপর সঠিক ভাবে ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ধার্য করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। বার বার ব্যবহারের ফলে অনেক সময় ১ নং রেজিস্টারের পাতা; বিশেষত কোন মৌজার ১ নং বই এর ১ নং খাস খতিয়ানের পাতা ছিড়ে যায়। ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন দেওয়ানী মামলার এস এফ তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক দেওয়ানী মামলায় সরকার হেরে যায়।
- সমাধানঃ ১ নং রেজিস্টার স্ক্যান করে ডাটাবেইজ তৈরি । রেজিস্টার ৮ এবং ১২ এর ডাটাবেইজ তৈরি প্রতিটি খতিয়ানের উপর যতগুলি নামজারি হয়েছে সেগুলি স্ক্যান করে ডাটাবেইজ তৈরি করা । অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরি । সফটওয়্যারের মাধ্যমে মূল খতিয়ানের সাথে খারিজ খতিয়ানের Link Up করে দেয়া । ভূমি অফিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি । তৈরিকৃত ডাটাবেইজ ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ । সর্বসাধারণের জন্য ওয়েবসাইট উন্মুক্ত করে দেয়া ।
- ফলাফলঃ ১নং রেজিস্টারের ডাটাবেইজ করা হচ্ছে
- পরবর্তী করনীয়ঃ ভূমি অফিসের নিজস্ব ওয়েব সাইট তৈরি করা।
- শুরুর তারিখঃ আগস্ট, ২০১৫
- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য):মার্চ, ২০১৬
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ ১৮১৭ জন (কাজ সম্পন্ন হলে উপকার পাবে)
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ ৪৫০০০/- টাকা , উপজেলা পরিষদ ফান্ড ও নিজস্ব বরাদ্দ (উপজেলা পরিষদ হতে ফান্ড এখনও ফান্ড পাওয়া যায়নি)
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ মংলা, বাগেরহাট
- বাস্তবায়নকারীঃ মুহাম্মদ নাজমুল হক, সহকারী কমিশনার ভূমি, উপজেলা ভূমি অফিস, মংলা, বাগেরহাট
- জেলাঃ বাগেরহাট
- বিভাগঃ খুলনা

২৭। চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ

- সমস্যাঃ আবেদন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে এবং কবে নাগাদ কাজ সম্পাদিত হবে সেটা জানতে অহেতুক ভোগান্তি পোহাতে হয়।
- সমাধানঃ

  ১।আবেদনের নির্ধারিত ফরম প্রস্তুত করা।

  ২।পেরীফেরিকৃত হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির প্লট টু ভিত্তিক স্কেচম্যাপসহ ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা।

  ৩। প্রতিটি হাট-বাজারে চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স গ্রহীতাদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ।

  ৪। অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও Feedback ব্যবস্থার সফটওয়্যার প্রস্তুত করা।

  ৫। UISC বা যেকোন স্থান থেকে আবেদন করার ব্যবস্থা থাকবে।

  ৬। বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা জমা-প্রদান হবে।

  ৭। ডাকযোগে DCR প্রেরণের ব্যবস্থা তৈরি।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ আবু ওয়াদুদ,সহকারী কমিশনার(ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
- জেলাঃ সিরাজগঞ্জ
- বিভাগঃ রাজশাহী

২৮। চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ

- সমস্যাঃ আবেদন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে এবং কবে নাগাদ কাজ সম্পাদিত হবে সেটা জানতে অহেতুক ভোগান্তি পোহাতে হয়।
- সমাধানঃ
    - ১। আবেদনের নির্ধারিত ফরম প্রস্তুত করা।
    - ২। পেরীফেরিকৃত হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির প্লট টু ভিত্তিক স্কেচম্যাপসহ ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা।
    - ৩। প্রতিটি হাট-বাজারে চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স গ্রহীতাদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ।
    - ৪। অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও Feedback ব্যবস্থার সফটওয়্যার প্রস্তুত করা।
    - ৫। UISC বা যেকোন স্থান থেকে আবেদন করার ব্যবস্থা থাকবে।
    - ৬। বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা জমা-প্রদান হবে।
    - ৭। ডাকযোগে DCR প্রেরণের ব্যবস্থা তৈরি।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ চারঘাট, রাজশাহী
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ জাকিউল ইসলাম, সহকারী কমিশনার(ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, চারঘাট, রাজশাহী
- জেলাঃ রাজশাহী
- বিভাগঃ রাজশাহী

২৯। চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ

- সমস্যাঃ আবেদন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে এবং কবে নাগাদ কাজ সম্পাদিত হবে সেটা জানতে অহেতুক ভোগান্তি পোহাতে হয়।
- সমাধানঃ

  ১।আবেদনের নির্ধারিত ফরম প্রস্তুত করা।

  ২।পেরীফেরিকৃত হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির প্লট টু ভিত্তিক স্কেচম্যাপসহ ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা।

  ৩। প্রতিটি হাট-বাজারে চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স গ্রহীতাদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ।

  ৪। অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও Feedback ব্যবস্থার সফটওয়্যার প্রস্তুত করা।

  ৫। UISC বা যেকোন স্থান থেকে আবেদন করার ব্যবস্থা থাকবে।

  ৬। বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা জমা-প্রদান হবে।

  ৭। ডাকযোগে DCR প্রেরণের ব্যবস্থা তৈরি।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ গুরুদাসপুর, নাটোর
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ মোবারক হোসেন, সহকারী কমিশনার(ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, গুরুদাসপুর, নাটোর
- জেলাঃ নাটোর
- বিভাগঃ রাজশাহী

৩০। হাতের মুঠোয় বিবিধ মামলা সংক্রান্ত সেবা

- সমস্যাঃ
  - আবদেনকারীর অজ্ঞতা ।
  - সংশ্লিষ্ট সহকারীর অসহযোগিতা ।
  - গৃহীত ব্যবস্থা সর্ম্পকে অবহতি না হওয়া।
  - নির্দিষ্ট সময়ে প্রতবিদেন না পাওয়া ।
  - নোটিশ সঠিকভাবে জারী না হওয়া ।
  - সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সেবা গ্রহিতাকে অবহিত না করা।
- সমাধানঃ

  ১।সেবা গ্রহীতার বিবিধ মামলা সংক্রান্ত তথ্য সহজে প্রাপ্তির জন্য যেকোন মোবাইল ফোন অপারেটরের একটি নম্বরকে হেল্প লাইন নম্বর হিসাবে ব্যবহার করা।

  ২।স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে,মসজিদ,স্কুল,কলেজে,জন গুরুত্বপূর্ন স্থান,বিভিন্ন সরকারী অফিস ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে মৌখিকভাবে ও লিফলেটলিফলেট আকারে হেল্প লাইন নম্বরটি ও এর কার্যকারিতা প্রচার করা।

  ৩।হেল্প ডেস্কের হেল্প লাইন নম্বর হতে বিবিধ মামলা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য সরবরাহনিশ্চিত করা।

  ৪।আবেদন ফরম ও নির্দেশিকা উপজেলাভূমিঅফিস, ইউনিয়নভূমিঅফিস, উপজেলানির্বাহীঅফিসারেরকার্যালয়ও ইউনিয়নডিজিটাল সেন্টারে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ।

  ৫।বিবিধ মামলার শুনানীর জন্য নোটিশ জারির সাথে সাথেহেপ্প লাইন নম্বর হতে সেবাগ্রহিতা কে এসএমএস এর মাধ্যমে শুনানীর তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা।

  ৬। বিবিধ মামলার শুনানি সম্পন্ন হওয়ার পর মামলা নিস্পত্তির সাথে সাথে হেল্প লাইন নম্বর হতে এসএমএস এর মাধ্যমে তা সেবা গ্রহীতাকে অবহিত করা।
- শুরুর তারিখঃ ০১-০৩-২০১৬
- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য): ৩১-০৫-২০১৬
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ সেবা গ্রহীতাগণ / সাধারন জনগন।
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ আনুমানিক ৯০০০/-, রাজস্ব খাত।
- ফলাফলঃ
  - সময় - নূন্যতম ২মাস, কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক বছর সাশ্রয় ।
  - খরচ- ৯০% হ্রাস।
  - যাতায়াত-৮০% হ্রাস।
- চ্যালেঞ্জসমূহঃ

  #সেবা দানে সংশ্লিষ্টদেরকে সম্পুর্ণ নতুন একটি পদ্ধতির সাথে পরিচিত ও সম্পৃক্ত করা।

  # সম্পুর্ণ নতুন একটি সেবা প্রক্রিয়ার সেবা গ্রহীতাগণের আগ্রহ সৃষ্টিকরা ও তাদের স্বত্বস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

  # সর্বোপরি সেবা দাতা টিমের সদস্যদের আগ্রহ ও আন্তরিতা না থাকলে পুরো আইডিয়াটি ব্যর্থ হতে পারে।
- শিক্ষণীয়ঃ যেহেতু এটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী একটি প্রকল্প সেহেতু প্রকল্পটি সফল হলে নিয়ন্ত্রনকারী মন্ত্রাণালয় ও একসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের সহযোগিতায় খুব সহজে এটি বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ গোপালপুর, টাঙ্গাইল
- বাস্তবায়নকারীঃ নাজমা আশরাফী সহকারী কমিশনার(ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, গোপালপুর, টাঙ্গাইল
- জেলাঃ টাঙ্গাইল
- বিভাগঃ ঢাকা

৩১। হাতের মুঠোয় বিবিধ মামলা সংক্রান্ত সেবা

- সমস্যাঃ আবদেনকারীর অজ্ঞতা । সংশ্লিষ্ট সহকারীর অসহযোগিতা । গৃহীত ব্যবস্থা সর্ম্পকে অবহতি না হওয়া। নির্দিষ্ট সময়ে প্রতবিদেন না পাওয়া । নোটিশ সঠিকভাবে জারী না হওয়া । সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সেবা গ্রহিতাকে অবহিত না করা।
- সমাধানঃ ১।সেবা গ্রহীতার বিবিধ মামলা সংক্রান্ত তথ্য সহজে প্রাপ্তির জন্য যেকোন মোবাইল ফোন অপারেটরের একটি নম্বরকে হেল্প লাইন নম্বর হিসাবে ব্যবহার করা। ২।স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে,মসজিদ,স্কুল,কলেজে,জন গুরুত্বপূর্ন স্থান,বিভিন্ন সরকারী অফিস ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে মৌখিকভাবে ও লিফলেটলিফলেট আকারে হেল্প লাইন নম্বরটি ও এর কার্যকারিতা প্রচার করা। ৩।হেল্প ডেস্কের হেল্প লাইন নম্বর হতে বিবিধ মামলা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য সরবরাহনিশ্চিত করা। ৪।আবেদন ফরম ও নির্দেশিকা উপজেলাভূমিঅফিস, ইউনিয়নভূমিঅফিস, উপজেলানির্বাহীঅফিসারেরকার্যালয়ও ইউনিয়নডিজিটাল সেন্টারে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ । ৫।বিবিধ মামলার শুনানীর জন্য নোটিশ জারির সাথে সাথেহেপ্প লাইন নম্বর হতে সেবাগ্রহিতা কে এসএমএস এর মাধ্যমে শুনানীর তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা। ৬। বিবিধ মামলার শুনানি সম্পন্ন হওয়ার পর মামলা নিস্পত্তির সাথে সাথে হেল্প লাইন নম্বর হতে এসএমএস এর মাধ্যমে তা সেবা গ্রহীতাকে অবহিত করা।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
- বাস্তবায়নকারীঃ জান্নাতুল ফেরদৌস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
- জেলাঃ রাজবাড়ী
- বিভাগঃ ঢাকা

৩২। Service Delivery Simplification through Help Desk and Digitization at the Land Office (Interactive Website and Mobile Apps)

- সমস্যাঃ দীর্ঘসুত্রিতা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় কর্মচারীদের অদক্ষতা, অসততা তথ্যের অপ্রতুলতা। মধ্যস্বত্তভোগী ও অসৎ কর্মচারীদের দ্বারা সেবাগ্রহিতাদের বহুবিধ হয়রানি, সময়ের অপচয় ও আর্থিক ক্ষতি
- সমাধানঃ Help Desk এর মাধ্যমে অথবা online-এ নামজারির আবেদন গ্রহণ, নথি সৃজন ও পক্ষগণকে নোটিশ প্রদান একসাথে সম্পন্ন করার মাধ্যমে TCV হ্রাস Online Data Entry (স্ক্যান এবং আপলোড ও ডাটা এন্ট্রি) করে তা Website ও Mobile Apps-এর মাধ্যমে online-এ ভেরিফাই ও জানার জন্য উন্মুক্ত করা ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, কানুনগো ও সার্ভেয়ার সমন্বয়ে যৌথ তদন্তের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতার ভোগান্তি হ্রাস সকল ধাপে Push Pull Service এর মাধ্যমে Customized Branded SMS দিয়ে শুনানি, আদেশ এবং খতিয়ান/পর্চা, DCR প্রদানের তারিখ অগ্রিম জানিয়ে দেয়া একটি স্থান হতে আবেদন গ্রহণের ন্যায় খতিয়ান ও DCR সরবরাহ করা। Help Desk স্থাপন সকল রকমের আবেদন ফর্ম ও সেবা গ্রহতিাদের জন্য সহজ ভাষায় নির্দেশিকা ও প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি Help Desk এ সংরক্ষণ একটি Hotline স্থাপন সকল খতিয়ান / মৌজা ম্যাপ / দাগসূচির Database তৈরী Record Room-এর সকল নথির Database তৈরী এবং সুষ্ঠু নথি ব্যবস্থাপনা (র‍্যাক, সেল, কলাম নম্বরসহ বিন্যস্তকরণ ও সজ্জিতকরণ) Misc Case এর Database তৈরী কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও Motivation ভৌত সুবিধাদি: নিজস্ব সার্ভার স্থাপন, ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপন, আসবাবপত্র ইত্যাদি Monitoring, Update করা ও Up gradation
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
- বাস্তবায়নকারীঃ এ.কে.এম.রেজাউর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
- জেলাঃ নোয়াখালী
- বিভাগঃ চট্টগ্রাম

৩৩। অফিস অটোমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সেবা প্রদান

- সমস্যাঃ নামজারী/জমাভাগ সম্পাদনে দীর্ঘসূত্রিতা আইনের জটিলতা অসৎ ও অদক্ষ র্কমচারীর কারণে একশ্রেনীর দালালের উৎপত্তির ফলে সবোগ্রহিতার ভোগান্তি ।
    - অর্থের অপ্রতুলতা
    - জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা
    - প্রশিক্ষণের অভাব
    - নতুন প্রদ্ধতির সাথে মানিয়ে নেওয়া ।
- সমাধানঃ অনলাইনে আবেদন গ্রহণ । অনলাইনে আদেশ প্রদান/বিবাদীকে নোটিশ প্রদান ও মতামতের জন্য ভূসক বরাবর প্রেরণ । ভূসক কর্তৃক পরিদর্শন পূর্বক মতামতসহ সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর প্রেরণ । সার্ভেয়ার/কানুনগো কর্তৃক মতামতসহ শুনানির জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর নথি পুনরায় প্রেরণ । বাদী-বিবাদী উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ ও অনুমোদন । আবেদনকারীকে sms এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া । আর্কাইভ সংরক্ষণ ।

  (i) প্রশিক্ষণ ও অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ

  (ii) মাইন্ডসেট পরিবর্তন

  (iii) জনবল বৃদ্ধি করণ ।
- ফলাফলঃ

  (i) শতভাগ নামজারী অনলাইনে সম্পন্ন করণ

  (ii) এস এম এস নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদানে সহজীকীকরণ

  (iii) প্রতিবেদন প্রেরণে সরকারী খরচ কমে যাওয়া

  (iv) দালালদের দৌরাত্ম হ্রাস।
- চ্যালেঞ্জসমূহঃ

  (i) রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অনাগ্রহ

  (ii) দালালদের দৌরাত্ম

  (iii) কর্মচারীদের অনাগ্রহ।
- শিক্ষণীয়ঃ

  (i) তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

  (ii) সকল সমস্যার সমাধান না হলেও সকল কাজে স্বচ্ছতা আনায়ণ।
- পরবর্তীতে করণীয়ঃ মিস কেস/রিভিউসহ সকল সেবা অললাইনে আনায়ণ।
- শুরুর তারিখঃ১৮ নভেম্বর ২০১৫
- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য):৩১ ডিসেম্বর ২০১৬
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ ভূমি অফিসে আগত সেবা প্রত্যাশী যার আনুমানিক সংখ্যা ২০০০ জন প্রতি মাসে
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ
    - ১। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা (সরকারী বরাদ্দ ও স্থানীয় সহায়তা উপজেলা রাজস্ব ফান্ড)
    - ২। ব্যবস্থাপনা খরচ প্রতি মাসে ১০,০০০/- টাকা। সরকারী বরাদ্দ ও স্থানীয় সহায়তা উপজেলা রাজস্ব ফান্ড।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ সাভার উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভায় ১০২ টি মৌজায়
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ যুবায়ের, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, সাভার, ঢাকা
- জেলাঃ ঢাকা
- বিভাগঃ ঢাকা

৩৪। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটি বন্দোবস্ত সেবা প্রদান প্রক্রিয়া কার্যক্রম সহজীকরন

- সমস্যাঃ সেকেলে জটিল প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি, দীর্ঘসুত্রিতা, অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়, কর্মচারীদের অদক্ষতা, অসততা ও তথ্যের অপ্রতুলতার কারনে মধ্যস্বত্তভোগী ও অসr কর্মচারীদের দ্বারা সেবাগ্রহিতাদের বহুবিধ হয়রানি, সময়ের অপচয় ও আর্থিক ক্ষতি হয়। চান্দিনা ভিটি ম্যানুয়াল পদ্ধিতে হওয়ায় বরাদ্দ পেতে সময় বেশী লাগে। পরিশ্রম বেশী লাগে ও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- সমাধানঃ
  - সেবাগ্রহীতার অজ্ঞতা দূরীকরণে ব্যাপক প্রচারনা-যেমন-লিফলেট বিতরন, অবহিত সভা,মাইকিং,তথ্য বোর্ড টাঙ্গানো। ওয়েবসাইটে তথ্য সমৃদ্ধকরন,সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারনা। এসব কাজে ইউডিসিকে ব্যবহার।
  - হাটে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী গমন ও হাটে বসেই সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে আবেদনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা নেওয়া এবং সার্ভেয়ার ও তহশীলদার কর্তৃক যৌথ তদন্ত সম্পাদন। চান্দিনা ভিটি বন্দোবস্ত পেতে আবেদনকারীকে উপজেলা ভূমি অফিস বা অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই। এসিল্যান্ড নিজে এসে অত্র হাটেই নির্ধারিত তারিখে আবেদন গ্রহণ করবেন। সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে এই হাটেই চুক্তি সম্পাদনান্তে লাইসেন্স প্রদান করা হবে। ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
  - তথ্য সংবলিত হাট-বাজারের পেরিফেরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি। সপ্তাহে ১দিন Ac(L)-কর্তৃক ১টি হাট পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সমন ও সেবাগ্রহীতার বক্তব্য শ্রবন ও সার্ভেয়ার ও তহশীলদার কর্তৃক যৌথ তদন্ত সম্পাদন। সিদ্ধান্তের প্রতিটি ধাপে এসএমএস-এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ। নির্ধারিত রেজিঃ হালনাগাদকরণ। Ac(L)-থেকে Dc-পর্যন্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনে সফটওয়ার তৈরি।
- ফলাফলঃ (TCV)

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৯০-১৮০দিন	১৫,৫০০৳	১০-১৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩০-৩৫ দিন	৯০০-১০০০/-	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১৩৫দিন	১৩,৫০০৳	১১ বার

- চ্যালেঞ্জসমুহঃ ক) কর্মকর্তাদের বদলিজনিত কারণে ধারাবাহিকতা ব্যহত হবার আশংকা খ) নতুন পদ্ধতিটি স্টাফদের গ্রহণ না করার আশংকা
- শিক্ষণীয়ঃ প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে নতুনত্ব এনে সেবা প্রদান কার্যক্রম সহজীকরন করা যায় এবং এতে করে সেবাগ্রহীতার সেবা পেতে শ্রম, সময় ও অর্থ বাঁচে এবং ভোগান্তি কমে।
- পরবর্তী করণীয়ঃ পুঠিয়া উপজেলাধীন অন্যান্য হাটে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা।
- শুরুর তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৫
- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য): এপ্রিল, ২০১৬
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ বন্দোবস্ত প্রত্যাশী সাধারণ মানুষ/৬০-৭০ জন
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ ৫০০০/-(পাচ হাজার) টাকা । উপজেলা পরিষদ ।
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ পুঠিয়া, রাজশাহী
- বাস্তবায়নকারীঃ মোঃ লিয়াকত আলী সেখ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, পুঠিয়া, রাজশাহী
- জেলাঃ রাজশাহী
- বিভাগঃ রাজশাহী

৩৫। মিসকেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ এবং যথাসম্ভব প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনহয়রানি দূরীকরণ

❖ সমস্যাঃ আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা সময়মত যথাযথভাবে নোটিশ জারি না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে পাওয়া না যাওয়া শুনানির তারিখ বাদী ও বিবাদী সঠিকভাবে অবগত না হওয়া তারিখ জানার জন্য বারবার ভূমি অফিসে আসতে বাধ্য হওয়া নির্ধারিত দিনে শুনানিতে উভয় অথবা কোন এক পক্ষের অনুপস্থিতি নির্ধারিত তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারণে শুনানি না হলে সংশ্লিষ্ট লোকজনের অনাকাঙ্ক্ষিত ভোগান্তি।

❖ সমস্যা ও সমস্যার মূল কারনঃ

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ
আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা	সেবাপ্রার্থীদের অসচেতনতা/বুঝতে না পারা
সময়মত যথাযথভাবে নোটিশ জারি না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে পাওয়া না যাওয়া	অফিসের জারিকারকের উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ, নোটিশের সংখ্যাধিক্য এবং যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যর্থতা
শুনানির তারিখ বাদী ও বিবাদী সঠিকভাবে অবগত না হওয়া	সময়মত যথাযথভাবে নোটিশ জারি না করা এবং ভূমি অফিসের সঙ্গে বাদী ও বিবাদীর প্রয়োজনীয় যোগাযোগ না হওয়া
তারিখ জানার জন্য বারবার ভূমি অফিসে আসতে বাধ্য হওয়া	সময়মত যথাযথভাবে নোটিশ জারি না করা এবং ভূমি অফিসের সঙ্গে বাদী ও বিবাদীর প্রয়োজনীয় যোগাযোগ না হওয়া
নির্ধারিত দিনে শুনানিতে উভয় অথবা কোন এক পক্ষের অনুপস্থিতি	পক্ষগণের সঙ্গে ঠিকমত যোগাযোগ না হওয়া এবং নোটিশ ঠিকমতো জারি না হওয়া
নির্ধারিত তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর প্রশাসনিক ব্যস্ততার কারণে শুনানি না হলে সংশ্লিষ্ট লোকজনের অনাকাঙ্ক্ষিত ভোগান্তি	শুনানি না হলে বাদী-বিবাদীর পক্ষে তা জানার কোনো সুযোগ না থাকা
কেস নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা	পক্ষগণের শুনানিতে অনুপস্থিতি, সঠিকভাবে শুনানি না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা
কেসের পক্ষগণের সময় (Time), খরচ (Cost) এবং ভূমি অফিসের যাতায়াত (Visit) অনেক বেশি	দীর্ঘদিন যাবৎ কেস অনিষ্পন্ন থাকা

সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি: (Where, who, how, much, what & why)?

মিসকেস নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতার সমস্যা মোটামুটিভাবে সারা বাংলাদেশের প্রায় সব ভূমি অফিসেই আছে। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষ, ভূমি অফিসের কর্মচারী, কর্মকর্তা এবং অফিসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক শ্রেণির সুবিধাভোগী চক্র জড়িত। সেবাগ্রহীতাদের অসচেতনতা এবং আইনি ও দাপ্তরিক বিষয়ে ধারণার অভাব, ভূমি অফিস থেকে শুনানির তারিখ ঠিকভাবে বাদী ও বিবাদীদেরকে অবগত না করা, নির্ধারিত তারিখে কোনো কারণে শুনানি না হলে সংশ্লিষ্টদের হয়রানি, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও উকিলদের সেবার মানসিকতা, সততা ও আন্তরিকতার অভাব, দালালদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি এর জন্য দায়ী। ভূমি অফিসসমূহে নোটিশ জারিকারকের সংখ্যার তুলনায় নোটিশের আধিক্য এবং তাদের যানবাহনের না থাকাও এর জন্য দায়ী।নির্ধারিত তারিখে উভয়পক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করে শুনানি গ্রহণ করতে পারলে ঐদিনই অধিকাংশ কেসের নিষ্পত্তি করা সম্ভব।

❖ সমাধানঃ আবেদনের সময় অবশ্যই দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে এবং বাদী-বিবাদী উভয়ের মোবাইল নম্বর লিখে দিতে হবে। সরাসরি হেল্পডেস্কে দায়িত্বরত সহকারীর নিকট অথবা অনলাইনে মিসকেসের আবেদন করার একটি ব্যবস্থা থাকবে। আবেদনকারী অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে পারবেন। আবেদন দাখিলের পর তাতে একটি মিসকেস নম্বর দিয়ে মিসকেসে বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য আবেদনটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করা হবে এবং একইসাথে

প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নির্ধারিত শুনানীর তারিখে উপস্থিত থাকার জন্য নোটিশ করা হবে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যদি দেখা যায়, অভিযোগটির কোনো ভিত্তি নেই, তাহলে আবেদন নথিজাত করা হবে। আর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রতিবেদনের আলোকে যদি অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে শুনানীর প্রথম দিনই সম্ভব হলে নিষ্পত্তি করা হবে। যদি কেউ মিসকেসের আবেদন লেখা এবং কি কি কাগজপত্র দিতে হবে তা না বোঝেন, তাহলে তাকে ভূমি অফিসে স্থাপিত 'হেল্পডেস্ক ' (Help Desk) থেকে পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করতে হবে অথবা এ জন্য নির্ধারিত লিফলেটটির মাধ্যমেও তিনি তা জানতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নোটিশ করা হবে এবং মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে শুনানির তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। ধার্য তারিখে কোন কোন মিসকেসের শুনানি হবে, তা অফিসের ফেসবুক পেইজেও জানানো হবে।এছাড়া মিসকেস নোটিশবোর্ডের মাধ্যমেও সেবাগ্যহীতাকে তারিখ জানানোর ব্যবস্থা করা হবে। উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করে কেস নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে অথবা কোনো কেসে জটিলতা থাকলে সে বিষয়ে কানুনগো বা সার্ভেয়ারের প্রতিবেদন চাওয়া যেতে পারে এবং প্রয়োজনে অধিকতর শুনানি গ্রহণ করা যেতে পারে। যদি কোনো কারণে ধার্য তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রশাসনিক ব্যস্ততার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শুনানি গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে কমপক্ষে একদিন আগে বাদী ও বিবাদীর মোবাইলে মেসেজ পাঠানো হবে এবং ফেসবুকেও বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে নির্ধারিত তারিখে আর অফিসে এসে হয়রান হতে হবে না। পরবর্তী নতুন তারিখটিও একই মেসেজে জানিয়ে দেয়া হবে। এছাড়া নোটিশবোর্ডের মাধ্যমেও সবাই বিষয়টি জানতে পারবেন। কেস চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কেসের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইলে তিনি ওয়েব সাইটে কেসের নম্বর এন্ট্রি দিয়ে সর্বশেষ অবস্থা, শুনানির তারিখ ইত্যাদি জানতে (কেস ট্র্যাকিং) পারবেন। কেস নিষ্পত্তি হয়ে গেলে উক্ত তথ্য মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।

❖ সমাধানের প্রক্রিয়াঃ

আইডিয়ার বিবরণ (আবেদন পূর্ব হতে সেবা দেয়ার পর পর্যন্ত যা যা করা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ)	নতুন প্রসেস ম্যাপ (কাস্টমারের নিকট একটি সেবা যেভাবে পৌছে দেয়া হবে, তা বুলেট পয়েন্ট আকারে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)
আবেদনের সময় অবশ্যই দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে এবং বাদী-বিবাদী উভয়ের মোবাইল নম্বর লিখে দিতে হবে। সরাসরি হেল্পডেস্কে দায়িত্বরত সহকারীর নিকট অথবা অনলাইনে মিসকেসের আবেদন করার একটি ব্যবস্থা থাকবে। আবেদনকারী অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে পারবেন। আবেদন দাখিলের পর তাতে একটি মিসকেস নম্বর দিয়ে মিসকেসে বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য আবেদনটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করা হবে এবং একইসাথে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রসহ উপস্থিত থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নির্ধারিত শুনানীর তারিখে উপস্থিত থাকার জন্য নোটিশ করা হবে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর যদি দেখা যায়, অভিযোগটির কোনো ভিত্তি নেই, তাহলে আবেদন নথিজাত করা হবে। আর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের প্রতিবেদনের আলোকে যদি অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে শুনানীর প্রথম দিনই সম্ভব হলে নিষ্পত্তি করা হবে। যদি কেউ মিসকেসের আবেদন লেখা এবং কি কি কাগজপত্র দিতে হবে তা না বোঝেন, তাহলে তাকে ভূমি অফিসে স্থাপিত 'হেল্পডেস্ক' (Help Desk) থেকে পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করতে হবে অথবা এ জন্য নির্ধারিত লিফলেটটির মাধ্যমেও তিনি তা জানতে পারবেন।	➢ হেল্পডেস্কের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ ➢ অনলাইনে মিসকেসের আবেদন গ্রহণ ➢ আবেদনের বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে ভূমি অফিসের তথ্য ও সহায়তা কেন্দ্র 'হেল্পডেস্ক' থেকে সহায়তা প্রদান ও মিসকেস বিষয়ক লিফলেট প্রদান ➢ আবেদনে বাদী ও বিবাদীর মোবাইল নম্বর ও ইমেইল ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান বাধ্যতামূলক করা ➢ শুনানির তারিখ মোবাইলে এসএমএস/ইমেইলে/ফেসবুকে জানানো এবং ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ ➢ কোনো কারণে নির্ধারিত তারিখে শুনানি অনুষ্ঠিত না হলে তা মোবাইলে এসএমএস/ইমেইলে/ফেসবুকে উভয়পক্ষকে জানানো ➢ প্রথম শুনানির পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ➢ সকল কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রথম শুনানির দিনই চূড়ান্ত আদেশ দিয়ে কেস নিষ্পত্তি করা অথবা অনিবার্য প্রয়োজনে প্রথমদিনে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে কানুনগো অথবা সার্ভেয়ারের প্রতিবেদন

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নোটিশ করা হবে এবং মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে শুনানির তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। ধার্য তারিখে কোন কোন মিসকেসের শুনানি হবে, তা অফিসের ফেসবুক পেইজেও জানানো হবে।এছাড়া মিসকেস নোটিশবোর্ডের মাধ্যমেও সেবাগ্যহীতাকে তারিখ জানানোর ব্যবস্থা করা হবে। উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করে কেস নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে অথবা কোনো কেসে জটিলতা থাকলে সে বিষয়ে কানুনগো বা সার্ভেয়ারের প্রতিবেদন চাওয়া যেতে পারে এবং প্রয়োজনে অধিকতর শুনানি গ্রহণ করা যেতে পারে। যদি কোনো কারণে ধার্য তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রশাসনিক ব্যস্ততার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শুনানি গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে কমপক্ষে একদিন আগে বাদী ও বিবাদীর মোবাইলে মেসেজ পাঠানো হবে এবং ফেসবুকেও বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হবে। এর ফলে তাদেরকে নির্ধারিত তারিখে আর অফিসে এসে হয়রান হতে হবে না। পরবর্তী নতুন তারিখটিও একই মেসেজে জানিয়ে দেয়া হবে। এছাড়া নোটিশবোর্ডের মাধ্যমেও সবাই বিষয়টি জানতে পারবেন। কেস চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কেসের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইলে তিনি ওয়েব সাইটে কেসের নম্বর এন্ট্রি দিয়ে সর্বশেষ অবস্থা, শুনানির তারিখ ইত্যাদি জানতে (কেস ট্র্যাকিং) পারবেন। কেস নিষ্পত্তি হয়ে গেলে উক্ত তথ্য মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।	গ্রহণ এবং পরবর্তী আর সর্বোর্চ্চ দুটি তারিখের মধ্যেই নিষ্পত্তি করা ➢ উভয়পক্ষের অবগতি/উপস্থিতিতে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) মাসের মধ্যে মিসকেস নিষ্পত্তি এবং এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার TCV নূন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা

❖ ফলাফলঃ প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১ বছর থেকে শুরু করে ক্ষেত্র বিশেষে ৩-৪ বছর এমনকি তার চেয়েও বেশী	১০,০০০/- থেকে ১৫,০০০/- টাকা	১৫ থেকে ২০ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩ মাস থেকে শুরু করে ক্ষেত্র বিশেষে ৫ মাস	৫০০/- থেকে ৩,০০০/- টাকা	২ থেকে ৫ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৯ মাস থেকে ৩ বা তার চেয়েও বেশী বছর সময় কম লাগা	৯৫০০/ থেকে ১২০০০/ টাকা	১৩ থেকে ১৫ বার

দ্রুত কেস নিষ্পত্তি হওয়ায় সেবাগ্রহীতাকে অহেতুক উকিল, সুবিধাভোগী দালাল, ভূমি অফিসের অসাধু কর্মচারী ইত্যাদির দ্বারস্থ হতে হবে না। হয়রানিমুক্ত পরিবেশে সহজে ও দ্রুততম সময়ে সেবা পাওয়া যাবে। এর ফলে জনগণের মাঝে ভূমি প্রশাসন ও সরকারি অফিসের সেবা বিষয়ে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে এবং আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরী হবে।

❖ চ্যালেঞ্জ সমূহঃ বড় ধরনের ঝুঁকি নেই। তবে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, যেমন- ব্যয়, কর্মচারীদের অভিযোজন ও ইতিবাচক মানসিকতার অভাব, প্রযুক্তির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় কম থাকায় অনভ্যস্ততা ও অনীহা এবং সুবিধাভোগী ও দালাল চক্রের প্রতিরোধ ইত্যাদি।

- শিক্ষণীয়ঃ
    - উদ্যোটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে ভূমি অফিসকে জনবান্ধব ভূমি অফিসে পরিনত করা সম্ভব হতে পারে।
    - প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন।

- পরবর্তী করণীয়ঃ নির্ধারিত ০৩ মাস থেকে সবোর্চ্চ ০৫ মাস বা তারও কম সময়ে মিসকেস নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- অন্যান্য তথাবলীঃ মিসকেস নোটিশবোর্ড টানানো, যেখানে প্রতি সপ্তাহের মিসকেস শুনানী হবে এমন নথির নং, আদেশের জন্য রাখা নথির নং ও আদেশ প্রস্তুত হয়েছে এমন নথি নং প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্মন করা হয়।
- শুরুর তারিখঃ ডিসেম্বর ২০১৪
- শেষ তারিখঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৬
- সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ মিসকেস নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতার সমস্যা মোটামুটিভাবে সারা বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূমি অফিসেই আছে। বেশিরভাগ মিসকেসই নিষ্পত্তি করতে ধারনার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয়। উপকারভোগীদের (মিস কেসের আবেদনকারী) প্রায় ৬৫% এক্ষেত্রে ভূক্তভোগী।
- ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে ?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	অফিসের নিজস্ব জনবলই যথেষ্ট, বাইরের জনবল প্রয়োজন নেই।	----------	প্রয়োজন নেই
বস্তুগত	কম্পিউটার,প্রিন্টার, ইন্টারনেট সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও লজিস্টিক সাপোর্ট (৪ টিতে আছে, ৬টি তে প্রয়োজন)	৩,৫০,০০০ টাকা (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) আনুমানিক	সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড এবং স্থানীয় অনুদান
অন্যান্য	মিসকেস সহজীকরন সফটওয়্যার	৫০,০০০/=	স্থানীয় অনুদান
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		৪,০০,০০০/ টাকা (আনুমানিক)	সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড,টিআর,উপজেলা পরিষদ ফান্ড,স্পন্সর,স্থানীয় অনুদান

- বাস্তবায়ন এলাকাঃ সদর, পাবনা
- বাস্তবায়নকারীঃ মুহা: শওকাত আলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, সদর, পাবনা
- জেলাঃ পাবনা
- বিভাগঃ রাজশাহী

৩৬। রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি সহজীকরণ

- সমস্যাঃ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকর্তৃক রেজিস্টার-২ হালনাগাদ না করা ও ভুল দাবি উপস্থাপনা, প্রসেস সার্ভার কর্তৃক যথাযথভাবে নোটিশ জারি না হওয়া। এবং সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনায় অবহেলা ও অজ্ঞতার কারণে সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয় এবং মামলার জট তৈরী হয়। এতে মামলার বিবাদীকে অহেতুক বিড়ম্বনার মুখোমুখি হতে হয় এবং সরকারও যথাসময়ে রাজস্ব আদায় করতে ব্যর্থ হয়।
- সমস্যাটির মূল কারণঃ
  - ULAO কর্তৃক রেজিস্টার-২ হালনাগাদনাকরা।
  - প্রসেস সার্ভার কর্তৃক যথাযথ ভাবে নোটিশ জারি না হওয়া।
  - AC(L) পদায়ন না করা।
  - সার্টিফিকেট সহকারীর অবহেলা ও অদক্ষতা।
- সমাধানঃ ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকর্তৃক রেজিস্টার-২ হালনাগাদ করে সঠিক দাবি উপস্থাপন নিশ্চিত করার পর সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার সংখ্যা কমানো হবে। এরপরও রুজুকৃত সার্টিফিকেট মামলার সার্টিফিকেট দেনাদারদের ডাটাবেজ তৈরী করা হবে। ডাটাবেজেসিসি কেস নম্বর, দেনাদারের নাম ঠিকানা,দাবির পরিমাণ, বর্তমান অবস্থা ও মোবাইল ফোন নম্বর থাকবে, যা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তারিকুইজিশনদাখিলেরসময়দরকারি তথ্যাদি সরবরাহ করবে।সার্টিফিকেটদেনাদারকেভূমিঅফিসের ওয়েবসাইট/ মোবাইল ফোন নম্বর থেকে ম্যানুয়াল নোটিশ ও SMS পাঠানো হবে, যাতে কেস নম্বর, দাবির পরিমাণ ও শুনানি গ্রহণের তারিখ থাকবে। অফিসেরমোবাইল/ল্যান্ড ফোন থেকে দেনাদারকে ফোন করেও বিষয়টি জানানো হবে।ভূমিঅফিসের নম্বরে ফোন করে/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেনাদার বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবে ও সময়ের আবেদন করতে পারবে। ভূমি অফিসের প্রয়োজনীয় মোবাইল/ল্যান্ড ফোন নম্বর/ওয়েবসাইটঠিকানা সম্বলিত ব্যানার উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে টানিয়ে দেয়া হবে। সার্টিফিকেট মামলার সকল তথ্য উপজেলা ভূমি অফিসের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে।
  সার্টিফিকেট দেনাদার বাখাতক ভূমি মালিকদের ডাটাবেজ তৈরী ও মোবাইল ফোন/ল্যান্ড ফোন/অনলাইন এসএমএসের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেনাদারকে অবহিতকরণ ও নোটিশ প্রদান।
- প্রত্যাশিত ফলাফলঃ (TCV)

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১৮০ দিন	১০০০ টাকা	৭ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩৩ দিন	২০০ টাকা	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১৪৭ দিন	৮০০ টাকা	৫ বার

- রিসোর্স ম্যাপঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	কোথা হতে পাওয়া যাবে
জনবল	বাড়তি জনবল প্রয়োজন নেই	০	-
বস্তুগত	মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড	১৫,০০০/-	সরকারি
আর্থিক	এসএমএস ও ফোন বিল, ওয়েবসাইট মেইনটেন্যান্স ব্যয়	৫০,০০০/-	সরকারি
অন্যান্য	প্রসেস সার্ভারের বিল ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	২০,০০০/-	সরকারি
মোট অর্থ		৮৫,০০০/-	

- শুরুর তারিখঃ ০১ জানুয়ারি, ২০১৫
- শেষ তারিখ (সম্ভাব্য): ৩০ জুন, ২০১৫

- ❖ সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যাঃ তেতুলিয়া উপজেলার সকল রেন্ট সার্টিফিকেট দেনাদার।
- ❖ ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎসঃ
- ❖ বাস্তবায়ন এলাকাঃ তেতুলিয়া, পঞ্চগড়
- ❖ বাস্তবায়নকারীঃ মির্জা মুরাদ হাসান বেগ, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়
- ❖ জেলাঃ পঞ্চগড়
- ❖ বিভাগঃ রংপুর

৩৭। অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

- সমস্যাঃ দালাল, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে নামজারির জন্য ধরনা দেয়া। টাকা খরচ করা। ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার ও কানুনগো এর কাছে সময় ও অর্থ খরচ করা। পজেটিভ রিপোর্ট নিতে সময় ও অর্থ খরচ করা। মামলা নিষ্পত্তি হতে অনেক সময় লাগা। মামলার অনুলিপি পেতে সময় ও অর্থ খরচ করা। মিস মামলা শেষে নামজারির জন্য পুনঃ তদন্ত করায় সময় ও অর্থ বেশি খরচ হওয়া।
- সমাধানঃ তথ্য ও সহযোগিতার জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন হেল্প ডেস্কে কম্পিউটার ও সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, ইউআইএসসি তে লিফলেট দেয়া হয়েছে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর অফিসে দুই সেট আবেদন (প্রয়োজনীয় কাগজ সহ) জমা দেয়া আবেদন কারীর তথ্য অনলাইনে দেয়া সময় উল্লেখ করে কানুনগো আইনগত মতামত, সার্ভেয়ার কে নক্সা ও ইউএলও কে দখল ও রেজিস্টার অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন দেবার আদেশ ও শুনানির জন্য নোটিশ প্রদান প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তা ওয়েবসাইটে জানানো
- বাস্তবায়ন এলাকাঃ শিবগঞ্জ, বগুড়া (বর্তমানে উপজেলা নিবার্হী অফিসার হিসেবে নওগা জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় কর্মরত)
- বাস্তবায়নকারীঃ এ,কে,এম তাজকির উজ-জামান, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, শিবগঞ্জ, বগুড়া (বর্তমানে উপজেলা নিবার্হী অফিসার হিসেবে নওগা জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় কর্মরত)
- জেলাঃ বগুড়া
- বিভাগঃ রাজশাহী

--- সমাপ্ত ---